ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-174 ■ 2 April, 2025 ■ আগরতলা ২ এপ্রিল, ২০২৫ ইং ■ ১৯ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে পুলিশ, বিএসএফ ও অন্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যৌথভাবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অরক্ষিত এলাকাগুলিতে নিয়মিতভাবে জয়েন্ট পেট্রোলিং করা হয়।

মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনের শেষদিনে অনুপ্রবেশ রুখতে মোদী সরকারের কড়া অভিবাসন আইন - এই সম্পর্কিত বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার উত্থাপিত রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয় নিয়ে আলোচনায় এই তথ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

**বিধানসভায় তথ্য**

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই বিষয়টি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বিল প্রসঙ্গে এবং এটা সংসদ- এর আওতাধীন। যা এখনো আইন বা অ্যাক্ট রূপে পাস হয়নি। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এই বিলটি অ্যাক্ট বা আইন রূপে বলবৎ হলে ঐ আইন আনুযায়ী রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে, ইন্ডিয়ান পাসপোর্টস অ্যাক্ট এবং দি ফরেনার্স অ্যাক্ট- এই দুটি আইনের মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং সীমান্ত দালালদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট এই দুটি আইন মোতাবেক, বিগত ২০২২ সালে মোট ১১২টি মামলা, ২০২৩ সালে ৩০৩টি মামলা এবং ২০২৪ সালে ৩২৭টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। ২০২৪ সালে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং সীমান্ত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩৭০নং ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩ আইনের ১৪৩(২) নং ধারা প্রয়োগ করে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো জানান, মানব পাচার দমনে পুলিশ প্রশাসন নিয়মিতরূপে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করছে। এরমধ্যে রয়েছে - বিএসএফ-এর সঙ্গে মিলিতভাবে রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন অরক্ষিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনও অনুপস্থিত বাম বিধায়করা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** বিধানসভা বাজেট অধিবেশনের সমাপ্তি দিনেও বিরোধী বেঞ্চের সিপিআইএম বিধায়করা অধিবেশনে উপস্থিত হননি। সপ্তাহব্যাপী চলা বাজেট অধিবেশনে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বিরোধী দল সিপিআইএম সমর্থকরা অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বিরোধী দল জানিয়েছিল, স্পিকারের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিনিধি দলের অভিযোগ এবং বক্তব্য শুনতে অসম্মতি প্রদর্শিত হয়, যার ফলে তারা বাজেট অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন। সিপিআইএম দলের বিধায়করা জানিয়েছেন, স্পিকারের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব দেখা দেওয়ার কারণে তারা পরবর্তী দিনগুলোতে অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন না।

এই বয়কটের ফলে আজ বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনেও বিরোধী বেঞ্চের সিপিআইএম বিধায়করা অনুপস্থিত ছিলেন। শাসক দলের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানানো হয়েছে।

## অষ্টম পে কমিশন গঠন

## বিষয়টি সরকারের বিবেচানাধীন ঃ অর্থমন্ত্রী

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।* অষ্টম পে কমিশন গঠন করার বিষয়টি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন। উপযুক্ত সময়ে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আজ রাজ্য বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, চলতি বছরের ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম পে কমিশন গঠন করার প্রস্তাবের ঘোষণা দেন। এখন পর্যন্ত ভারতের কোনও রাজ্যই অষ্টম পে কমিশন গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি।

ত্রিপুরা সরকারও উপযুক্ত সময়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সবকিছু জানানো হয়েছে। অর্থ কমিশন রাজ্যের আর্থিক অবস্থার প্রশংসা করে গেছে। তিনি বলেন, মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারের কর্মচারী ও পেশনারদের নিয়মিতভাবে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা প্রদানের যে ব্যবধান রয়েছে তা ক্রমান্বয়ে কমানোর প্রচেষ্টা করছে।

## ক্যুরিয়ার কোম্পানির আড়ালে গাঁজা গ্রেপ্তার ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** ক্যুরিয়ার কোম্পানির মাধ্যমে বহি রাজ্যে গাঁজা পাচারের চেষ্টা নস্যাৎ করেছে আর পি এফ ও জিআরপিএফের যৌথ দল। আজ সকালে গোপন সূত্রের খবর পেয়ে ইকম এক্সপ্রেস নামক কুরিয়ার কোম্পানির একটি গাড়িতে তল্লাশি চালায় যৌথ বাহিনী। তল্লাশি কালে গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয়।

গাড়িটি থেকে উদ্ধার হওয়া গাঁজার মোট পরিমাণ ৫৯ কেজি, যা ছয়টি কার্টুনে ২৬

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দুষ্কৃতীর হামলায় আতঙ্কিত পরিবার, রাতভর থানায় কাটালো

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ এপ্রিল।।** নিরাপত্তার অভাববোধ করে সারারাত থানায় কাটালেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক পরিবারের লোকজনরা। ধর্মনগর পুর পরিষদের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাড়িতে গতকাল রাতে দুষ্কৃতীরা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। তাতে আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে রাত দুটোয় থানায় আশ্রয় নেন পরিবারের লোকজনরা। নিরাপত্তার দাবিতে গভীররাত পর্যন্ত থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন পরিবারের সদস্যরা।

**প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ**

ধর্মনগর পুর পরিষদের অন্তর্গত ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুষমা দাসের কাছ থেকে ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, ৩১ মার্চ সোমবার রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ হঠাৎ করে উনার বাড়ির ঘরের চালে ইটের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই উনার সামনে ইট এসে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ির চতুর্দিক থেকে শুরু হয় ইট বৃষ্টি। তিনি আরো জানান, উনার বড় ছেলে বিকাশ দাসের নাম নিয়ে গালিগালাজ করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। সেই সময় বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ ছিলেন না। ইট বৃষ্টি দেখে বাড়ির মহিলারা বাচ্চারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে আশপাশের বাড়ির লোকজন আসতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। সুষমা দাস দুষ্কৃতীদের কয়েকজনকেই চিনতে পারেন বলে জানান। ওনার ছেলেদের সেই ঘটনা সম্পর্কে জানালে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে বাড়িতে। উনারা এসে খবর দেন ধর্মনগর থানায়। থানা থেকে পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে উনার বাড়িতে উপস্থিত হন। পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তার অভাবে বাড়িতে থাকা পুরুষ মহিলা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সহ থানায় এসে আশ্রয় নেন। সবাই থানার মূল গেটের সামনে ধর্নায় বসে এবং ওসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এই বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কে জানা যায়, ইট বৃষ্টি প্রসঙ্গে থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের অভিযুক্তদের নাম ঠিকানা দেবার পরেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ। রাত দুটা পর্যন্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার। পরবর্তীতে তাদের সাথে আলোচনাক্রমে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রত্যাহার করে নেয়।

## বিধানসভায় কৃষিমন্ত্রী

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ২৪ কোটির সাহায্য করা হয়েছে

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।* বিধানসভা অধিবেশনের সমাপ্তি দিনে বিধায়ক সুদীপ সরকারের তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরে কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ কৃষক কল্যাণ দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন।

কৃষি মন্ত্রী জানান, গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭শত ২৮ জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যের জন্য কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর বীজ, চারা, সার এবং কীটনাশক ক্রয়ের জন্য সহায়তা প্রদান করেছে। এই সহায়তার জন্য সরকারের মোট ২৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। মন্ত্রী আরও জানান, বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যে ১১ হাজার ৮শত ৫০ জন কৃষকের কৃষিযোগ্য জমি বালি, পলিমাটি পড়ে সাময়িকভাবে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন যে, রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর বিধানসভা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করেন না, বরং ব্লক, কৃষি মহকুমা এবং জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

মন্ত্রীর বক্তব্যে জানানো হয় যে, এসডিআরএফ থেকে প্রাপ্ত ৫ কোটি টাকা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শুরু হল চৈত্র মেলা, চলবে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।:** ১লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারও রাজধানীর শকুন্তলা রোড এলাকায় শুরু হয়েছে চৈত্র মেলা। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত। শকুন্তলা রোড, ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এবং শিশুর উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় বসেছে এই মেলা, যা দুপুর থেকেই জমে উঠেছে। দোকানিরা নানা পসরা সাজিয়ে বসেছেন, আর ক্রেতাদের ভিড় বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। মেলায় পোশাক, গয়না সহ বাড়ির নিত্য ব্যবহারের নানা ধরনের পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, বৈশাখের আগমনী উপলক্ষে এই মেলায় প্রচুর ভিড় হয়। পরিবার-পরিজন নিয়ে আসা ক্রেতারা আসেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে নিয়ে যান।

পসরা সাজিয়ে বসে ব্যবসায়ীরা বলেচেন, প্রতিবছরের মতো এবারও চৈত্র মেলা সফলভাবে পরিচালনার করার চেষ্টা চলছে, মেলায় নিরাপত্তা এবং সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে।

## ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৫ অভিযুক্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ এপ্রিল।।** ঈদের দিন মেলাঘর থানার অন্তর্গত পাঁচ মূর্তি এলাকায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশি তৎপরতায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার ঈদ উদযাপন শেষে কিছু মুসলিম মহিলা ও পুরুষ গাড়ি করে ঘুরতে বের হলে একদল ছিনতাইকারী তাদের গাড়ি আটক করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটের চেষ্টা করে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে মেলাঘর থানার পুলিশ তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুলিশের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সোমবার গভীর রাতে পাঁচজন ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের দাবি, ঘটনার সময় আরও কয়েকজন ছিনতাইকারী উপস্থিত ছিল। গ্রেপ্তারকৃতদের কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বাকি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** ত্রয়োদশ ত্রিপুরা বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন আজ শেষ হয়েছে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধানসভা মুলতবি ঘোষণা করেন। বিধানসভা পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন শুরু হয়েছিলো।

## রাজ্যে জাল ওষুধের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা মঙ্গলবার বিধানসভায় জানিয়েছেন, রাজ্যে একজন ওষুধ পরিদর্শকের পদ শূন্য রয়েছে এবং জাল ওষুধ সংক্রান্ত একটি মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

বাজেট অধিবেশনের সপ্তম দিনে কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. সাহা এই তথ্য দেন। বিধানসভায় আলোচনার সময় বিধায়ক রায় দেশে নকল ওষুধের বিপজ্জনক পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকার ওষুধ বিক্রি হয়, যার মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকার জেনেরিক ওষুধ এবং ২ লক্ষ কোটি টাকার ব্র্যান্ডেড ওষুধ অন্তর্ভুক্ত। চমকপ্রদ বিষয় হলো, এর মধ্যে ২০,০০০ কোটি টাকার জাল ব্র্যান্ডেড ওষুধ বাজারে রয়েছে। অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে এই ধরনের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিধানসভায় মৎস্যমন্ত্রী

## রাজ্যে ৩১,৪৮১৭৮ মেঃ টন মাছের ঘাটতি রয়েছে

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।* মাছ চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্য সম্পদা যোজনা এবং এনইসি প্রকল্প রাজ্যের মাছ চাষের উন্নয়নকে পরিপূর্ণতা প্রদান করছে। আজ বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার আনিত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় একথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

বেসরকারি প্রস্তাবটি হল "ত্রিপুরা রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে এই সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"। বেসরকারি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার সহায়ক মূল্যে মাছের খাদ্য বিক্রি, পতিত জমিতে মাছ চাষের উপযোগী জলাশয় খনন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আরও বেশি করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করার জন্য অনুরোধ জানান।

বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, রাজ্যে প্রতি বছর মাথাপিছু ২৭.৮৩ কেজি মাছ প্রয়োজন। রাজ্যে বর্তমানে ৮৫,৮০৫.৬৮ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। তার পরেও ৩১,৪৮১৭৮ মেট্রিক টন মাছের ঘাটতি রয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন পুকুর খনন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি গোষ্ঠীর পুনর্বাসন এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** আর কে নগর এলাকায় আত্মসমর্পনকারী জঙ্গি গোষ্ঠীর পুনর্বাসন এলাকা পরিদর্শনে যান বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। সম্প্রতি এটিটিএফ ও এনএলএফটি জঙ্গী গোষ্ঠীর সদস্যরা রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে মান্যতা দিয়ে অস্ত্র ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। আর কে নগর এলাকায় প্রায় ১০০ কানি জমির উপর তারা বসবাস করতে শুরু করেন অর্থাৎ সেখানে অবস্থান নেন।

যে জায়গাটিতে তারা অবস্থান করছেন সেই জায়গাটিতে তারা তাদের পুনর্বাসনের দাবি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দেশের ৪,৭১৯টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত বিগত ২৫ দিন ধরে ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সাথে নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। এই আলোচনা নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক, জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ে সারা দেশে ৪ হাজার ৭১৯টি বৈঠকের মাধ্যমে এই আলোচনা হয়। তারমধ্যে ৪০টি বৈঠক হয়েছে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সাথে, ৮০০টি বৈঠক হয়েছে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের সাথে এবং ৩ হাজার ৮৭৯টি বৈঠক হয়েছে নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের সাথে। সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ২৮ হাজারের অধিক প্রতিনিধি এসব বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের ডাইরেক্টর অনুজ চন্দক আজ এক প্রেস নোটের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রেস নোটে তিনি বলেন, নয়াদিল্লির আই আই আই.ডি.ই.এম.-এ ৪-৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকদের কনফারেন্সে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক যোশী যে নির্দেশনা জারি করেছিলেন সেই অনুযায়ীই রাজনৈতিক দলগুলির সাথে এসব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইআর.ও., ডি.ই.ও. এবং সি.ই.ও.-র আওতাধীন যদি কোনও অমীমাংসিত বিষয় থাকে তা সমাধানের উদ্দেশ্যেই এই বৈঠকগুলির আয়োজন করা হয়েছে। অমীমাংসিত বিষয়গুলিকে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ এবং ১৯৫১, রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টর্স রুলস, ১৯৬০, কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস ১৯৬১ এবং বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা করা ম্যানুয়াল, নির্দেশিকা অনুসারে মীমাংসা করার জন্যই এই উদ্যোগ। সমস্ত রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সি.ই.ও.-দের এ বিষয়ে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে এবং এরপরও যদি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## নিজ ঘরে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ এপ্রিল।।** গোলাঘাটি কাঞ্চনমালা ১ নং ওয়ার্ডের মাধবটিলা এলাকায় সোমবার গভীর রাতে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম তাপস চৌধুরী, তিনি গৌরাঙ্গ চৌধুরীর ছেলে। মৃতের পরিবারের সদস্যদের থেকে জানা গেছে, সোমবার রাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চোখ এড়িয়ে তাপস চৌধুরী আত্মহত্যা করেন। প্রথমে তার বাবা গৌরাঙ্গ চৌধুরী ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান এবং চিৎকার শুরু

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিধানসভায় পর্যটনমন্ত্রী

## রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে

*নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।* রাজ্যের পর্যটন শিল্প আগামী দিনে বিকল্প অর্থনীতির বুনিয়াদ হবে। এই শিল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশ ঘটবে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। আগামী ২ বছরের মধ্যে রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক রঞ্জিত দাস আনিত একটি বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। বেসরকারি প্রস্তাবটি ছিল রাজ্যের প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শনকারী পর্যটকদের সার্বিক সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে এসব কেন্দ্রকে আরও দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষনীয় করে গড়ে তুলতে এই সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বিধায়ক রঞ্জিত দাস পর্যটন শিল্পকে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য আরও বেশি করে ব্যবহার করার উপর এবং পর্যটনস্থলগুলির সৌন্দর্য রক্ষায় আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিগত সরকারের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২ এপ্রিল,২০২৫ ইং
১৯ চৈত্র ▫ বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## পশ্চিমি জোটের দিন শেষ !

বিশ্ব-রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন হইতেছে।পশ্চিমি জোটে যখন স্পষ্টত ভাঙনের ইঙ্গিত মিলিয়াছে, সেই সময়ে মস্কো-বেজিং-পিয়ং ইয়ং-তেহরানের জোট কিন্তু ক্রমেই সংঘবদ্ধ হইতেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ আর ট্রাম্প-এর বাণিজ্য যু এই পট পরিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করিতেছে। আর এ সবের মাঝে দিল্লিও নিজের মতো করিয়া ঘর গোছাইতে শুরু করিয়াছে। এক দিকে যখন 'হাতি-ড্রাগনের নাচ' দিল্লি-বেজিংয়ের মধ্যে শীতলতা গলার ইঙ্গিত জিতিয়াছে অন্যদিকে, ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আর রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন শান্তির মধ্যস্থতায় দিল্লিকে পাশে চাইছেন। ট্রাম্প-এর দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে প্রবেশের মাত্র মাস দুই
হইয়াছে। এর মধ্যেই দু'দু'টি বিষয়ে ইউরোপের সঙ্গে ওয়াশিংটনের মতপার্থক্য প্রকট হইয়াছে। অতলান্তিকের দুই পার কখনওই সব বিষয়ে সুরে সুর মেলায়নি। কিন্তু ক'টি নীতিগত প্রশ্নে পোটোম্যাক-এর সঙ্গে টেমস, সিন, দানিয়ুব-এর বিভেদ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম সেই মূল জায়গাতেই টান পড়িয়াছে।বাণিজ্য যুদ্ধ দিয়েই পশ্চিমি ব্লকে বিভেদের সূত্রপাত। কারণ ট্রাম্প নিশানা করিয়াছেন ওয়াশিংটনের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পরিচিত পড়শি ক্যানাডা ও অতলান্তিকের ও পারে ইউরোপকে। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, এরা তাহাদের বাজারে মার্কিন পণ্যের উপর বেশি শুল্ক চাপানো হইতেছে এবং দীর্ঘ দিন এটা চলিবার ফলে ওয়াশিংটনের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হইতেছে। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন বাজারে ক্যানাডা ও ইউরোপীয় পণ্যে শুল্ক চাপানো হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই ক্যানাডা বা ইউরোপ এটা ভালো ভাবে নেয়নি। আমেরিকাতে যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়, তাহার ৬০ ভাগই করে ইউরোপ। আবার পরিষেবা ক্ষেত্রে আমেরিকারই পাল্লা ভারী। এখন এই বাণিজ্যযুদ্ধের আবহে ইউরোপ যদি মার্কিন পরিষেবায় কোপ বসায়, তাহা হইলে সেটা ওয়াশিংটনেরই লোকসান। এতেই শেষ নয়। এই মার্কিন বণিকসভার চিফ এগজিকিউটিভ ম্যাল্টে লোহান-এর মতে, এই বাণিজ্যযুদ্ধের রেশ পড়বে ব্যবসাতেও। পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপীয় সংস্থাগুলি আমেরিকাতে বছরে প্রায় সওয়া ৩ লক্ষ কোটি ডলারের ব্যবসা করে, মার্কিন সংস্থাগুলি ইউরোপে করে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলারের ব্যবসা। বাণিজ্যযুদ্ধের জের পড়িতে শুরু করিয়াছে।পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার যে, এই ধরনের সংঘাত কারও পক্ষেই কাম্য নয়। বাণিজ্যযুদ্ধ শুধু চিনের সঙ্গে হবে বলে নেমেছিল ওয়াশিংটন, সে এখন তা সবার সঙ্গে করতে উদ্যত। এতে চিন কতটা কোণঠাসা হবে সে তো সময় বলবে, কিন্তু এতে যে পশ্চিমি জোটের মধ্যে ভাঙনের ফলে ওয়াশিংটন বন্ধুহীন হচ্ছে তা স্পষ্ট।
তবে রাশিয়ার পিছনে চিনের ছায়া দীর্ঘতর হওয়ায় ইউরোপের সমস্যা হল দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া। কারণ গত ৭৮ বছর ধরে ন্যাটোর মূল অস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র আমেরিকা। তাই রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীকে দীর্ঘ দিন ধরিয়া ঠেকানোর মতো গোলা-বারুদের জোগান ইউরোপের আদৌ আছে কি না, তাহা নিয়া বড়সড় প্রশ্ন আছে।

## জল জীবন মিশনে ৬,৪১,৫২ ১টি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: জল জীবন মিশনে রাজ্যে ১ হাজার ১৯৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায় এখন পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৫২১টি পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ১ হাজার ১৯৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায় বসবাস করেন ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৮৪৭টি পরিবার অর্থাৎ ৮৫.৪৪ শতাংশ পরিবারে ইতিমধ্যেই পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান।
মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার জল জীবন মিশন প্রকল্প ঘোষণা করার পর থেকেই রাজ্যের পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিয়মিত এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পানীয়জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে মিশন মোডে কাজ করছে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে যেমন গভীর নলকূপ, স্বল্প ব্যাসের অগভীর নলকূপ, জল পরিশোধনাগার, উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প ইত্যাদি। কিছু পাহাড়ি এলাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে ঘরবাড়ি রয়েছে। তেমনি জল বহনকারী স্তরের অপ্রতুলতার জন্য পানীয়জলের স্থায়ী উৎস যেমন গভীর নলকূপ, স্বল্প ব্যাসের অগভীর নলকূপ ইত্যাদি খনন করা সম্ভব হচ্ছে না। ঐসব এলাকার ছড়া, নালা, জলাধার এবং ঝর্ণার জলকে কেন্দ্র করে উদ্ভাবনীমূলক (ইনোভেটিভ) প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে এবং আরও প্রকল্প তৈরির কাজ চলছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে এবছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিশন মোডে কাজ করছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, যে সকল উৎসের পানীয়জলে দ্রবীভূত আয়রনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা প্রতি লিটারে এক মিলিগ্রামের বেশি সেখানে লৌহ দূরীকরণ প্রকল্প স্থাপন করে পানীয়জল সরবরাহ করছে এবং আরও লৌহ দূরীকরণ প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে। যেসকল প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয়জলের উৎস স্থাপন করা এখনও সম্ভব হয়নি সেসব অঞ্চলে প্রয়োজনীতার নিরিখে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পানীয়জল সরবরাহ করা হচ্ছে। তাছাড়া ঐসকল এলাকায় স্থানীয় উৎস যেমন মেশিনারি ওয়েল, মার্ক-টু, রিং ওয়েল ইত্যাদি থেকেও এলাকাবাসী জল সংগ্রহ করছেন। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর থেকে জনস্বার্থে ঐসকল স্থানীয় উৎসগুলিকে জীবাণু মুক্ত করার কাজও চলছে।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে টি.টি.এ.এ.ডি.সি. ভিলেজ কাউন্সিল এলাকায় ১ হাজার ৯৫১টি গভীর নলকূপ, ৫ হাজার ১১০টি স্বল্প ব্যাসের অগভীর নলকূপ, ২৩টি জল পরিশোধনাগার এবং ১৭৪টি ইনোভেটিভ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ২৭ হাজার ১৮৯টি পরিবারের মধ্যে ২ লক্ষ ৬৭হাজার ৬০৫টি পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। যা শতকরা হিসেবে ৮১.৭৮ শতাংশ। এ.ডি.সি. এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় জলের উৎস স্থাপনের কাজ চলছে। এরমধ্যে অনেক কাজ শেষের পথে এবং চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এবছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রতিটি এ.ডি.সি. ভিলেজে পানীয়জলের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে বাঁকুড়ায় বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ১ এপ্রিল(হি.স.) : শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে শ্রম কোড বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শ্রমিক সংগঠনগুলির। মঙ্গলবার সকালে বাঁকুড়া ষ্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডে শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মঙ্গলবার সকালে বাঁকুড়া রেল স্টেশনের সামনে ও গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ডে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনসমূহর পক্ষ থেকে সংগঠিত হলো প্রতিবাদ বিক্ষোভের কর্মসূচী। বিক্ষোভ সভা শেষে পোড়ানো হয় শ্রম কোডের প্রতিলিপি। এই বিক্ষোভ প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জী ও উজ্জ্বল সরকার, এআইটিইউসি নেতা ভাস্কর সিংহ, ইউটিইউসি'র সুনীল পাত্র ও ১২ই জুলাই কমিটির নেতা দেবজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

# শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিকভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ভক্তদের অমৃত- উদ্যানে পৌঁছে দিয়েছিলেন

সুদর্শন নন্দী

শ্রী রামকৃষ্ণ যে সময়ের মানুষ, তা ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বর্ণময় অধ্যায়। ভারতে, বিশেষ করে বাংলার বুকে তখন সমাজজীবন, সাহিত্য, জ্ঞানচর্চা, শিল্প-সবদিকেই নবজাগরণের আলোড়ন উঠেছে, আর সেই আলোড়নের ঢেউ লাগছে সারা ভারতে। একদিকে ব্রাহ্মসমা জের আন্দোলন, আরেক দিকে খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এই নবজাগরণের একজন প্রধানতম নায়ক আধ্যাত্মিকতার জগতে তিনি বিপ্লব এনে দিলেন। তার কথামৃতের প্রভাবে দিকভ্রান্ত মানুষ আধ্যাত্মিক জীবনে এক সঠিক পথের দিশা পেল। নরেনের। মতো এক শিক্ষিত, বাগ্মী, সাহসী যুবক যিনি ইশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে বিভ্রান্ত, এমনকি তাঁর ব্রাহ্ম সমাজেও সঠিক উত্তর পাননি, তাঁকেও ঠাকুর আধ্যাত্মিক মরুদ্যানের পথটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের ইশ্বর-ব্যাখ্যায় তথা ধর্ম ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মনেতা কেশব সেন, বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, কথামৃতকার তথা শিক্ষক মহেন্দ্র গুপ্তের মতো হাজার হাজার ঈশ্বর পিপাসী মানুষ অমৃত পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। আমরা জানি, ঠাকুর যে শুধু হিন্দুধর্মকে আত্মস্থ করেছিলেন তা নয়, সেই আত্মস্থ যখন এর। সম্পূর্ণ হল, রামকৃষ্ণ তখন অন্য ধর্মগুলির লম্বা দিকে মন দিলেন। একে একে ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম ও শিখধর্মের পথে তিনি এগোলেন, ও প্রতিটিতেই সফলকাম হলেন। যীশুখ্রীষ্ট ডি ও হজরত মহম্মদের দর্শনও তিনি পেয়েছিলেন। এতদূর এসে তিনি পরিষ্কার বুঝলেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলি আসলে একই লক্ষ্যে পৌঁছনোর আলাদা আলাদা রাস্তা মাত্র। তিনি বারবার বললেন, "যত মত, তত পথ"।
শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা বলি ভগবানের অবতার। তাঁকে মানুষ ভগবান বা ঈশ্বর ভেবে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তেমনি বেশি শ্রদ্ধা করে তাঁকে অত্যন্ত আপনজন ভেবে। আজ ঘরে ঘরে ছবির মাধ্যমে তিনি উপস্থিত। তাঁর কথামৃত পড়ে মানুষ জীবনের অমৃত লাভ করেন। এককথায় সর্বত্রই তিনি এখন শ্রদ্ধার আসনটি অলঙ্কৃত তা করছেন। তাঁর জীবন-দর্শন দিশেহারা মানুষের পথপ্রদর্শক। গৃহী-ত্যাগী নির্বিশেষে সকলের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর জীবনবাণী আজ অপরিহার্য।
সমাজের বেশিরভাগ মানুষ আজ এতে ভোগবাদী। মানুষের কাছে ত্যাগ, সেবা, বিবেক, চরিত্রগঠন এসব ম্যাড়ম্যাড়ে শব্দগুলি ব্রাত্য একপ্রকার। ভোগই যেন চরম সত্যা সত্যি বলতে কি, জীবের দুর্দশার মূলে কিন্তু তার এই চাই চাই বাসনা। এই ভোগের পিছনে ছুটতে গিয়েই আর সংসার সংসার করে মানুষ আদতে মান আর হুঁশ হারিয়ে অমানুষই যে হয়ে উঠছে তা বলাই বাহুল্য। প্রাচুর্যের মধ্যেও সে হাঁপিয়ে উঠছে আজ। আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, তৃষ্ণা কিছুতেই আর মিটতে চায় না। অথচ সংসার করেও এই ঝড় থেকে আমরা কিন্তু রক্ষা পেতে পারি প্রেম ও ত্যাগের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদে বের পাদস্পর্শে এসে, তার অমূল্য উপদেশ পাথেয় করে। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি তা এককথায় তিনি জানিয়েছেন। মানুষের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর লাভ। আর তা সংসার করেও যে করা যায় তা ঠাকুর বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বারবার বলেছেন।
ঠাকুর বলেছেন- ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে সংসারের জাঁতাকলে। বিপদ, শোক, তাপ এ-সবে অধৈর্য্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়-চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। তিনি বললেন, ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মনে হয় না। তাই মাঝেমাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। তিনি বলেছেন, প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। কিছুদিন নির্জনে থাকতে হয়। বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। নির্জনে সাধনের সময় ভাববে, আমার কেউ নাই। ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা করবে।
ঠাকুর কিন্তু সংসারের কোন কাজই করতে মানা করছেন না। বাপ, মা ছেলেপুলে ছেড়েও থাকতে বলছেন না। তিনি বলছেন-সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলছেন-বড়মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মত্যে মানুষ করে। বলে "আমার রাম" "আমার হরি", কিন্তু মনে বেশ জানে-এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। তেমনি, সংসারের সব কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।
একবার বিনীতভাবে কথামৃতকার জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে? ঠাকুর বারবার বলেছেন- ভক্তিলাভকরতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চন চিন্তা সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু।
এক ব্রাহ্মভক্তর মনে প্রশ্ন। তাহলে কি সংসার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর লাভ হবে না? ঠাকুর ঐ ভক্তের প্রশ্নে অভয় দিয়ে বলছেন- নাগো। তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বসে বেশ আছ। সা- রে- মা-তে। তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জানো? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে আছো, কেউ ছয়ে আছো। কেউ পাঁচে আছো। বেশি কাটাও নাই। তাই আমার মতো জ্বলে যাও নাই। খেলা চলছে এ তো বেশ। ঠাকুর জোর দিয়ে ভক্তদের মনে আশা জাগিয়ে ঈশ্বরমুখী করে বলছেন-সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। একহাতে কর্ম কর, আর-একহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম শেষ হলে দুইহাতে ঈশ্বরকে ধরবে। কি অপূর্ব ব্যাখ্যা ঠাকুরের।
ঠাকুর বারে বারে জনক রাজার উদাহরণ টেনেছেন। বলেছেন, সংসারে ঈশরলাভ হবে না কেন? জনকের হয়েছিল কিন্তু ফস করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারের বাইরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিনদিনও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমনকি অবসর পেয়ে একদিনও নির্জনে তাঁর চিন্তা যদি করা যায়, সেও ভাল। জানবে ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য; দু'দিনের জন্য। এইটি বোধ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাঁর উপর টান-ভালবাসা। গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল। এক সংসারি ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে, গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভহয়?
ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন-কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই। আর ঘুষকীর মতো থাক। সে ঘর-কন্নার সব কাজ করে কিন্তু মন উপপতির উপর পড়ে থাকে। ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর। কিন্তু তা বড় কঠিন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, যে-ঘরে আচার তেঁতুল আর জলের জালা সেই ঘরেই বিকারের রোগী থাকলে কেমন করে রোগ সারবে? আচার তেঁতুল মনে করলে মুখে জল সরে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক আচার তেঁতুলের মতো। আর বিষয় তৃষ্ণা সর্বদাই লেগে আছে; এ তৃষ্ণার শেষ নাই। বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব। বড় কঠিন। ঠাকুর বিভিন্ন উপমা দিয়ে সংসারীদের ঈশ্বরে মন রাখার কথা বার বার বলেছেন। তিনি সংসারীদের জন্য ইশ্বরলাভের যে দিশা বা পথ দেখিয়েছেন সেই পথে সংসারিরা হাঁটলে সংসারী বা গৃহস্থরা জীবনের যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরলাভকরবেনই। লাভ করতে পারলে, সংসার আর অসার বলে বোধ হবে না। এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিকভ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ভক্তদের অমৃত-উদ্যানে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# যোশীমঠ, আউলি, বদ্রীনাথ ধাম, মানাগ্রাম

শম্পা চৌধুরী

সুস্থতা হলো জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ...
নিজে ভালো আছি, বাড়ির সকলে সুস্থ এই কথাটার মধ্যেই একটা জীবনীশক্তি লুকিয়ে থাকে। এই শরীর-মনকে সুস্থ রাখতে গেলে মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে পড়া দরকার। আমি প্রথম যোশীমঠ, মানাগ্রাম গিয়েছিলাম কলেজ excursion-এ, ভূগোলের ছাত্রী হওয়ার জন্য। তবে পরবর্তীকালে গিয়ে যা দেখলাম তার বর্ণনা আজ করব।
হাওড়া স্টেশন থেকে উপাসনা, কুম্ভবা দুন এক্সপ্রেস এ হরিদ্বার নামতে হবে প্রায় ত্রিশ ঘন্টার জার্নি। বিমানে দেরাদুন এয়ারপোর্ট নেমে গাড়ি ধরে হরিদ্বার যাওয়া যায়, গাড়ি ভাড়া ১০০০/১২০০ টাকা। হরিদ্বার কথার অর্থ হলো ভগবানের দ্বার, সন্ধ্যার সময় হর কি পৌরীতে মা গঙ্গার আরতি দর্শন করলাম। পরের দিন ভোরবেলা আমরা হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ রওনা হলাম, দূরত্ব ২৪৫ কিমি, গোপেশ্বর পেরিয়ে বদ্রীনাথ হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ি, রাস্তার বাঁদিকে অলকানন্দা নদী। এই নদী সঙ্গ দেবে বদ্রীনাথ পর্যন্ত। কিছুদূর এগিয়ে পড়ল বিরহী গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। এই পথে অনেক ছোট ছোট নদী অলকনন্দায় এসে মিশে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি করেছে।
বর্তমানে পাহাড়ি পথেও জ্যাম যন্ত্রনা শুরু হয়েছে, আমাদের যোশীমঠ পৌঁছতে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। একটা কথা বলে রাখি আজ সমগ্র যোশীমঠ কিন্তু বিপর্যস্ত, গোটা এলাকাটাই সিংকিং জোন বলে চিহ্নিত, এইজন্য দায়ী বেআইনি নির্মাণ, নির্বিচারে গাছপালা ধ্বংস, অলকনন্দার উপর তপোবন ও বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন, বদ্রীনাথের দূরত্ব কমাতে বাইপাস নির্মাণ। এই দেবভূমিতে বিকাশই ডেকে এনেছে বিনাশ। যাহোক, পরের দিন সকালে উঠে যোশীমঠ দর্শনে গেলাম। যোশীমঠ চামোলি জেলায় অবস্থিত, উচ্চতা ৬১৫০ ফুট, যোশীমঠে দাঁড়িয়ে ডানদিকে স্লিপিং লেডি মাউন্টেন ও বামদিকে হাতি পাহাড় অবস্থিত, বদ্রীনাথের দিকে মুখ করে অল্প এগোতেই রাস্তার বাঁদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির, এই মন্দিরে রয়েছে ভগবান বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার মুর্তি, বদ্রীনারায়নের শীতকালীন আবাস হলো এই মন্দির। যোশীমঠ দুটি কারণে বিখ্যাত প্রথমত আদি গুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১২০০ বছরের পুরাতন নৃসিংহ মন্দির। দ্বিতীয়ত উত্তর ভারতের অন্যতম জ্যোর্তিমঠ আদি গুরু এখানে স্থাপন করেন।
মন্দিরে স্থাপিত ভগবান নৃসিংহ অবতারের ডান হাতটি চুলের মতো পাতলা হয়েগেছে বর্তমানে, কথিত আছে যেদিন ডানহাতটি খসে পড়বে সেদিন বদ্রীনাথ ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর যোশীমঠ থেকে ১০ কিমি দূরে ভবিষ্য বদ্রী মন্দিরে ভগবান বস্ত্রীবিশাল পূজিত হবেন।
এই মন্দিরের পাশে রয়েছে শ্রী বাসুদেব, অষ্টাদশ গণেশ, নবদুর্গা ও গৌরীশঙ্কর মন্দির। সকল মন্দিরে ছবি তোলা নিষিদ্ধ।
প্রায় বারোশ বছর আগে আদিগুরু শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপন করেন, পূর্বদিকে পুরীতে গোবরধন মঠ, পশ্চিমে দ্বারকাতে সারদা মঠ, দক্ষিণে কনটিকে শ্রীংগিরি মঠ, উত্তরদিকে জ্যোর্তিমঠ। প্রকৃত পক্ষে এই জ্যোর্তিমঠ কথাটাই অপভ্রংশ হয়ে যোশীমঠে পরিবর্তিত হয়। মূল জ্যোর্তিমঠ ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই বাঁদিকে রয়েছে শঙ্করাচার্যের পুরানো গদিস্থল ও পূর্ণাগিরি দেবীর মন্দির, এর সামনে একটি ফটক পেরিয়েই রয়েছে ভূত গাছের তলায় প্রায় পঁচিশশো বছরের পুরানো শিব মন্দির। এই মন্দিরের ভেতর রয়েছে সেই অর্নিবাণ জ্যোতি যার জন্য স্থানটির নাম জ্যোর্তিমঠ। এই জ্যোতি হলো জ্ঞানের জ্যোতি, আদি গুরু তৃত গাছের তলায় জ্ঞান লাভের পর এই স্থানে জ্যোতি জ্বালান, সেই জ্যোতি আজও জ্বলছে।
এরপর দ্বিতীয় দিন আমরা গেলাম আউলি, যোশীমঠ থেকে আউলির দূরত্ব মাত্র আট কিলোমিটার। গাড়িভাড়া করে যাওয়া যায়, বর্তমানে রোপওয়ে পরিষেবা চালু হয়েছে মাত্র পঁচিশ মিনিটে টপ টেন পয়েন্টে পৌঁছে গেলাম। তবে আউলিতে থাকতে গেলে পয়েন্ট আট-এ নামতে হবে, ওখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। আউলিকে ভারতের সুইটজারল্যান্ড বলা হয়, ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বরফে ঢেকে থাকে। আউলি লেকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম, বরফের উপর অনেকে ক্যাম্পে থাকেন। এইস্থান স্নো বাইকিং, স্কিইং-এর জন্য এখন বিখ্যাত।
তৃতীয় দিন আমারা বদ্রীনাথ দর্শনে গেলাম, যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথের দূরত্ব ৪২ কিমি, বদ্রীনাথের দিকে ১৪ কিমি এগোতেই প্রথমে পঞ্চ প্রয়াগের অন্যতম প্রয়াগ বিষ্ণু প্রয়াগ, অলকনন্দা নদী এখানে যৌলিগঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে, এখানকার উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। কথিত আছে এখানে দেবর্ষি নারদ কঠোর তপস্যা করে ভগবান বিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। যোশীমঠ থেকে ২৮ কিমি দূরে অলকনন্দার উপর বাঁধ দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগ হাইড্রোইলেট্রিক প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়, এখানে প্রায় চারশো মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এরপর হনুমান চোটি পার করে গাড়ি বেশ কিছু হেয়ার পিন বাঁক নিয়ে ওপরে উঠতে থাকলো, এই সময় অলকনন্দা নদীকে ওপর থেকে সরু সবুজ ফিতের মতো দেখতে লাগে। গাড়োয়াল হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বিকেলের মধ্যেই বদ্রীনাথ শহরে পৌঁছে গেলাম। পরের দিন সকালে বিশালবন্ত্রী মন্দির দর্শনে গেলাম, গড়োয়াল হিমালয়ের ১০.১৭০ ফুট উচ্চতায় উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত এই মন্দির। নর ও নারায়ণ এই দুই পর্বতের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত, মন্দিরের চারপাশের প্রাকৃতিক শোভা খুব সুন্দর, আকাশ মেঘমুক্ত থাকার ফলে নীলকণ্ঠ পর্বতের শ্বেত সুভ্র চূড়া দর্শন হলো।
অলকনন্দার ওপর একটি ছোট পুল পেরিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম, মন্দিরের নীচের দিকে বাঁহাতে রয়েছে তপ্তকুণ্ড, এই কুন্ডে স্নান করে সকলে মন্দিরে পুজো দেয়। কুণ্ডের জল শীতকালে অতি ঠান্ডাতেও ৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থাকে। কথিত আছে আদিগুরু শঙ্করাচার্য অলকনন্দা নদীতে বদ্রীনাথের মূর্তি (কালো পাথরের শালগ্রাম শিলা) খুঁজে পান প্রায় ১২০০ বছর আগে। তিনি সেই মূর্তি তপ্তকুণ্ডের পাশে একটি গুহায় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে যোড়ষ শতাব্দীতে গড়োয়ালের রাজা মূর্তিটিকে বর্তমান মন্দিরে স্থাপন করেন। মন্দিরের বাইরের দ্বারটি নানারঙের বৌদ্ধ বিহারের মতো, ভিতরের গর্ভগৃহে রয়েছেন বদ্রীবিশাল। বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিতরা হলেন দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্যের নাম্বুদিরি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। গাড়োয়ালের মোট সাতটি মন্দিরকে একত্রে বলা হয় সপ্তবদ্রী, বদ্রীনাথ হলো মূল মন্দির। পুজো দেওয়ার লাইন দীর্ঘ হলেও পরিচালনা পদ্ধতি বেশ উন্নত, খুব ভালোভাবেই দ

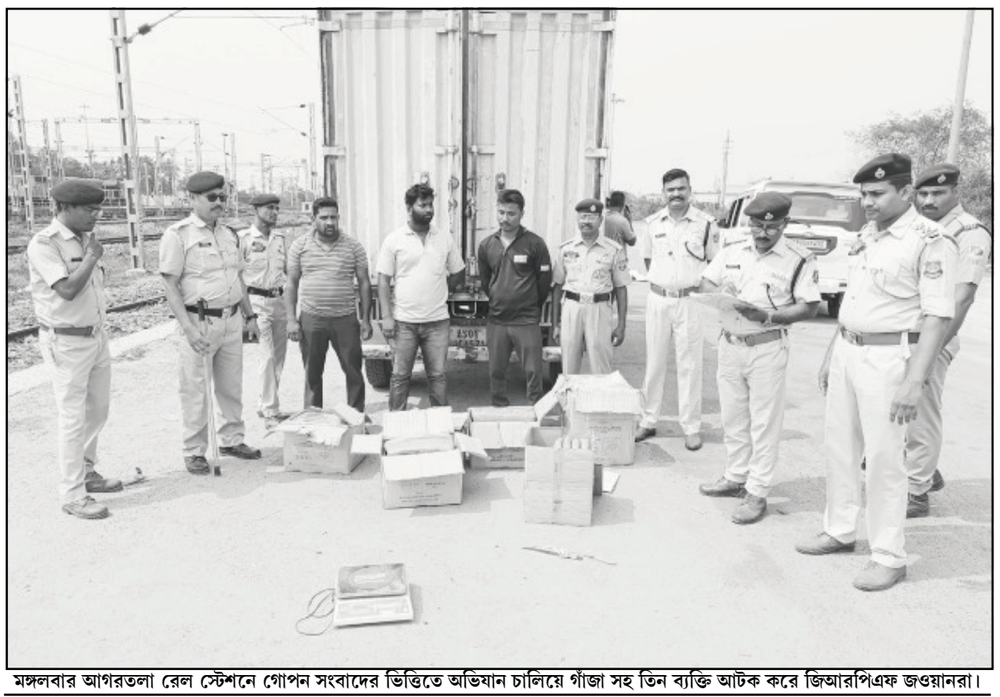

মঙ্গলবার আগরতলা রেল স্টেশনে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা সহ তিন ব্যক্তি আটক করে জিআরপিএফ জওয়ানরা।

# অসমে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চালু সর্ববৃহৎ মহিলা উদ্যোক্তা প্রকল্প, প্রথম পর্যায়ে উপকৃত ২৭,০৪,১৬১ জন

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অসমের প্রায় ২৮ লক্ষ মহিলাকে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়ে উপকৃত করতে অসম সরকার আজ রাজ্যের সর্ববৃহৎ উদ্যোক্তা সহায়তা উদ্যোগ ''মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান'' শীর্ষক এক প্রকল্প চালু করেছে।

আজ মঙ্গলবার বিহালিতে ''মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান'' (চিফ মিনিস্টার্স মহিলা এনটারপ্রেনিয়ার্স স্কিম) শীর্ষক প্রকল্প চালু করেছেন ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই উদ্যোগের বলে গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নকে অনুঘটক করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। বিহালি বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায় প্রথম পর্যায়ের এই প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম পর্যায়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে ২৭,০৪,১৬১ জন মহিলাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ ড. শর্মা ২৩,৩৭৫ জন মহিলাকে সরাসরি ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদানের সুযোগ করে দিয়েছেন, যা গ্রামীণ মহিলাদের জন্য একটি রূপান্তরমূলক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করবে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ উপলক্ষ্যে বিশাল সমাবেশে ড. শর্মা বলেন, মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সে অনুযায়ী 'আমরা প্রথম বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিয়োজিত মহিলাদের পৃথকভাবে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করছি।' তিনি বলেন, 'নারীর ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ এই প্রকল্প সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছোট ছোট উদ্যোগ শুরু করতে তৈরি করা হয়েছে।'

ড. শর্মা বলেন, তাঁর সরকার গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীভুক্ত মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পকে 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা'' বা চিফ মিনিস্টার্স মহিলা এনটারপ্রেনিয়ার্স স্কিম বলে নামকরণ করা হয়েছে। বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মহিলাদের উদ্যোগী হিসেবে রূপান্তর করতে চান। তাঁদের 'লাখপতি' তৈরির লক্ষ্য সরকারের। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিন দফায় মহিলাদের অর্থ-সাহায্য করা হবে।

বিস্তৃত তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম পর্যায়ে আজ যে সকল মহিলাকে টাকা দেওয়া হয়েছে বা হবে তাঁরা একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করবেন। তাঁরা তাঁদের ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গ্রুপ তৈরির পরিকল্পনা করবেন।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল মহিলা প্রথম পর্যায়ে প্রদত্ত তহবিল বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করবেন সেই সকল সুবিধাভোগী ব্যাংক থেকে ১২,৫০০ টাকা করে ঋণ পাবেন। তারপর সরকার তাঁদের অতিরিক্ত ১২,৫০০ টাকা দেবে। এতে মোট টাকার পরিমাণ হবে ২৫ হাজার। তিনি বলেন, ব্যাংক থেকে যে ঋণ নেওয়া হবে, তা ফেরত দিতে হবে। তবে সরকার প্রদত্ত টাকা ফেরত দিতে হবে না। এর সঙ্গে মহিলারা তিন বছরের মেয়াদে ৩৫ হাজার টাকা করে পাবেন। এই আর্থিক কাঠামো কেবল ব্যবসায়িক স্থায়িত্বকে সহজতর করবে না, বরং উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণকেও সক্ষম করবে। যার ফলে পরবর্তী তৃতীয় পর্যায়ে মোট অনুদানের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রকল্পটি গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র-উদ্যোগ, কৃষি, পশুপালন, তাঁত এবং হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তৈরি হবে। উদ্যোগটি কৌশলগতভাবে অসমের উৎপাদন-চালিত অর্থনীতিতে মহিলাদের একীভূত করার লক্ষ্যে নকশায়িত করা হয়েছে, যাতে তাঁরা পরিবর্তনের এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে রূপান্তরিত হন।

কথার টানে বিগত দিনের কংগ্রেস সরকারকে ঠুকতে ভুলেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের শাসনামলে অঙ্গনওয়াড়ির চাকরি পেতে ঘুষ দিতে হতো। কংগ্রেস আমজনতাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। চাকরি দেব চাকরি দেব বলে কেবল ঘোরাফেরা করত কংগ্রেস সরকার। টাকার বিনিময়ে যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল তাদের সময়মতো বেতনও দেয়নি। যার ফরে আজ কংগ্রেসিরা গর্তে পড়েছেন। কংগ্রেসকে একেবারে গর্তে ফেলে দিতে হবে। কংগ্রেস আমলে চাকরির জন্য সর্বনিম্ন ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়া হতো। লুঙ্গি-ধুতির নামেও ঘুষ নিত কংগ্রেস।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার আমরা কৃষকদের কাছ থেকে ২৫৫০ টাকায় ধান কিনেছি। আগামী বছর ২৬০০ টাকায় ধান কেনার চেষ্টা করব। তাই কৃষকরা এখন আর খেত এমনিতে ফাঁকা ফেলে রাখবেন না। এখন থেকে চা পাতার চেয়ে ধান বিক্রি করে বেশি লাভ পাবেন কৃষকরা।'

মহিলা উদ্যমিতা চেক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য, 'চেক নিয়েই আপনারা মোবাইল ফোন কিনতে দোকানে যাবেন না। মোবাইল কিনলে সোনার ডিম পাড়া হাঁসটি মরে যাবে। হাঁসটি থেকে আমরা আর সোনার ডিম পাব না। এই ১০ হাজার টাকায় দুটি ডিম পাড়বে। একটি ডিম ২৫ হাজার টাকার এবং একটি ৫০ হাজার টাকার।'

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও যাঁরা সাধারণ এবং ওবিসিভুক্ত, তাঁদের তিনটির বেশি সন্তান থাকা চলবে না। তিনি বলেন, যদি কোনও মহিলার চারটি সন্তান থাকে, তবে তাঁকে এই প্রকল্পের জন্য অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। অবশ্য, মরান, মটক এবং চা বাগান জনগোষ্ঠীয় মহিলারা চার সন্তান পর্যন্ত ছাড় পাবেন, যদিও তাঁরাও ওবিসির মধ্যে পড়েন। তিনি জানান, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলাদের চারটি সন্তান থাকলেও এই প্রকল্পের জন্য তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তাই আজ তিনের বেশি সন্তান আছে এমন সুবিধাভোগীদের মহিলা উদ্যমিতার চেক দেওয়া হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'অসমের মহিলা গোটগুলো ১৭ হাজার কোটি টকা ব্যাংক ঋণ দিয়া হয়েছে। ৯৯ শতাংশ মহিলা ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করেছেন। আজকের অসমের মহিলাদের এটাই শক্তি।'

# পরিষেবা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ১ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে অভূতপূর্বভাবে বিদ্যুতায়ন, পণ্য লোডিং, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন রেকর্ড স্থাপন করে মাইলফলক ছুঁয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্পর্কে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, ২০২৪-২৫ সালে ১,১৪১.৩৮৮ রুট কিলোমিটার (আরকেএম) এবং ১,৫০২.৭৪৩ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন এবং চালু করেছে এনএফআর, যা একক আর্থিক বছরে অর্জিত সর্বোচ্চ বিদ্যুতায়ন। উল্লেখযোগ্য এই অর্জন রেলওয়ের কার্যক্রমের আধুনিকীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।

তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য পরিবহণে রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে ৪.২১ শতাংশ। ২০২৩-২৪ সালে ১০.২৪ মিলিয়ন টন (এমটি) থেকে ২০২৪-২৫ সালে ১০.৬৭ টন বৃদ্ধি পেয়েছে। পণ্য পরিবহণ থেকে আয় গত বছরের তুলনায় ৮.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের বছরের ১,২০১.২২৪ কোটি টাকার তুলনায় ১,২৯৯.৬৪৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৪-২৫ সালে রেলওয়ে পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট লোডিং করে ১,৩৮০টি রেক পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মধ্যে ৮০.৬৮ শতাংশ সময়মতো পারফরম্যান্স সহ সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে সপ্তম সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জন করেছে।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানান, যাত্রীদের সুবিধার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আটটি নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে। এর মধ্যে চার জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন প্রসারিত করেছে এবং চারটি ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়েছে। এছাড়া, সাতটি ট্রেনকে সাতটি স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৬টি ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করে ৯৩০ মিনিট বাঁচানো হয়েছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা পূরণ করতে ১৬টি ট্রেনে ৪০টি অতিরিক্ত কোচ স্থায়ীভাবে বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৪-২৫ সালে ১,৪৩০টি ট্রিপ পরিচালিত হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ সালে ১,৩৬১টি ট্রিপের থেকে বেশি। এতে যাত্রীদের জন্য আরও বেশি যাত্রার সুবিধা নিশ্চিত করে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামোগত আপগ্রেডের ওপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। যার ফলে ৩২৯ কিমি থ্রু স্লিপার রিনিউয়াল করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৫০.৯১ শতাংশ বেশি। অতিরিক্তভাবে ৯.০৬ লক্ষ ঘনমিটার ব্যালাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৩.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি। এর ফলে ট্র্যাকের স্থিতিশীলতাকে শক্তিশালী করে এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে। পণ্য চলাচলকে সহজ করতে আঞ্চলিক লজিস্টিকসে উল্লেখযোগ্য উন্নতির জন্য বিসিএন ওয়াগনের প্রথম পণ্যবাহী কনসাইন্টমেন্ট আগরতলার (ত্রিপুরা) নিশ্চিন্তপুর টার্মিনালে পৌঁছেছে। এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারি (২০২৫) মেঘালয়ের মেন্দিপথার স্টেশনে প্রথম পণ্যবাহী ট্রেন পৌঁছেছে।।

এছাড়া উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ২৩৫ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছে, যা বছরে ১৭ শতাংশ বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস-এর মাধ্যমে ক্রয় ৮৬৭.৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এটা আগের বছরের তুলনায় ৭৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি নিবন্ধন করেছে ট্রান্সপারেন্সি প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে।

বিদ্যুতায়ন, পণ্যবাহী ও যাত্রী পরিষেবা, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অসাধারণ সাফল্যের সাথে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভারতীয় রেলওয়েতে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও পরিবহণ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখছে, বলেছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

# বস্ত্র ও বয়ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় বস্ত্র ও বয়ন সামগ্রীকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে সরকার একের পর এক কর্মসূচী হাতে নিচ্ছে। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে একথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র ও বয়ন প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মারগারিটা।

ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এখবর জানিয়ে লিখেছে, "বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে — আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিএম মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন্স অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) পার্ক, হস্তচালিত পন্থায় তন্তু উৎপাদনে উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান প্রকল্প, গবেষণা ও উদ্ভাবনে গতি আনতে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিশন, দক্ষতায়নের লক্ষ্যে 'সমর্থ' প্রকল্প, সিল্ক উৎপাদনের সার্বিক কর্মসূচি, তাঁতশিল্পের প্রসারে ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি। এছাড়াও, কারুশিল্পের প্রসারে হাতে নেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্র্যাফটস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এর মতো প্রকল্প। কর্মীদের দক্ষতায়ন, পরিকাঠামোগত বিকাশ, প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে এবং কর্মী ও শ্রমিকদের কাছে সরাসরি সুবিধা হস্তান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ প্রদানে উদ্যোগী সরকার।

তুলো চাষীদের স্বার্থ রক্ষায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ তুলো চাষীদের দেওয়া হয়েছে ১১,৭১২ কোটি টাকা। এই অর্থবর্ষেও এই কাজ চলেছে দ্রুতগতিতে।

বিশ্বের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র ও বয়ন সামগ্রীর নিজস্ব পরিচিতি গড়ে তুলতে কস্তুরি কটন ইন্ডিয়া-র সূচনা করেছে সরকার। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে বস্ত্র ও বয়ন মন্ত্রকের সহায়তায় আয়োজিত হয়েছে ভারত টেক্স, ২০২৫। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্যের উৎকর্ষমান তুলে ধরতে।"

# জামুগুড়িহাটে ত্যাগবীর হেম বরুয়া কলেজের ইনডোর স্টেডিয়ামের শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্রীর, বার্তালাপ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে

জামুগুড়িহাট (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : শোণিতপুর জেলান্তর্গত জামুগুড়িহাটে ত্যাগবীর হেম বরুয়া কলেজের ইনডোর স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ইনডোর স্টেডিয়ামের শিলান্যাসে এসে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বার্তালাপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলতে হুলস্থুল পড়ে যায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তবে মুখ্যমন্ত্রীও তাদের নিরাশ করেননি।

মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে কৌতূহলী ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছ থেকে বহু প্রশ্নের উত্তর চান। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াক্ষেত্রে মনোনিবেশ করে রাজ্য তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। প্রাণবন্ত আলাপচারিতায় অসমে আসন্ন সুযোগ যেমন এআই, রোবোটিক্স ইত্যাদির আধুনিক শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, উচ্চমানের দক্ষতা শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা সহ অন্যান্য বিষয়াদি প্রসঙ্গে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর পর জামুগুড়িহাটে সাংস্কৃতিক প্রকল্পে অনুষ্ঠিত এক দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার বিকাল তিনটায় জামুগুড়িহাটের কুসুমটোলায় ত্যাগবীর হেম বরুয়া কলেজের ১.৭০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মীয়মাণ ইনডোর স্টেডিয়ামের শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে ছিলেন সতিয়ার বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

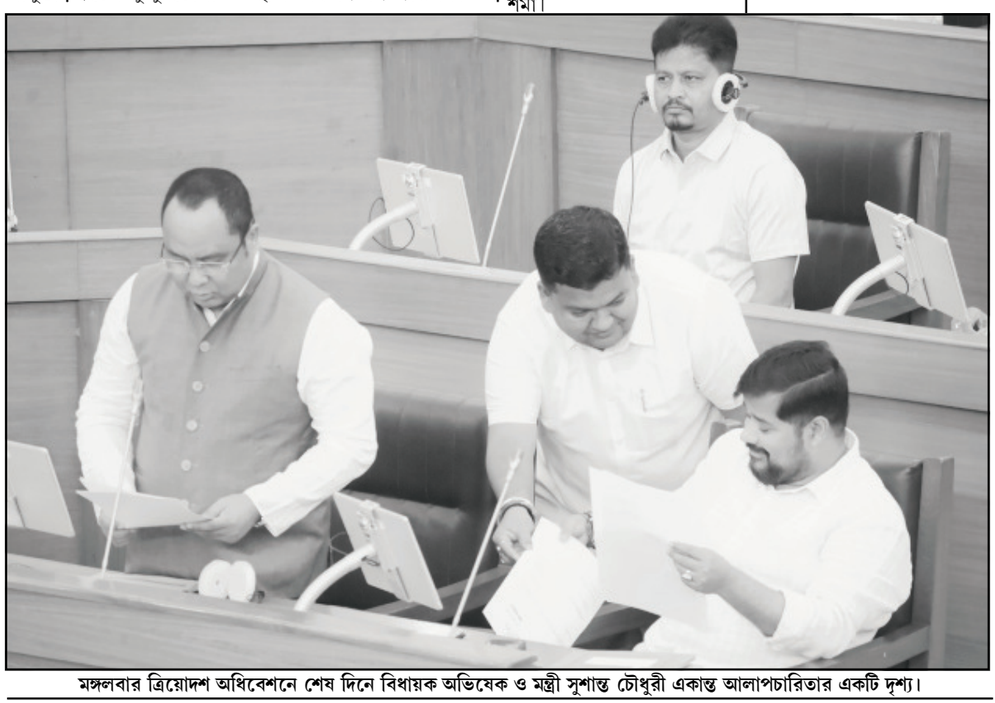

মঙ্গলবার ত্রিয়োদশ অধিবেশনে শেষ দিনে বিধায়ক অভিষেক ও মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একান্ত আলাপচারিতার একটি দৃশ্য।

# ওয়াকফ বিলটি একটি ধর্মকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে : ওমর আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ পেশ হবে বুধবার। তার আগে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ। তাঁর মতে, ওয়াকফ বিলটি একটি ধর্মকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে। মঙ্গলবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'এই বিলটি কেবল একটি ধর্মকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওয়াকফকে নিশানা করে তৈরি করা দুর্ভাগ্যজনক কারণ মনে হচ্ছে এই পদক্ষেপ কেবল আমাদের বিরুদ্ধেই নেওয়া হচ্ছে। আমাদের সাংসদরা এই বিলের বিরোধিতা করবেন।'

# অভিজাত আবাসন থেকে উদ্ধার এক তরুণীর দেহ

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতার একটি অভিজাত আবাসন থেকে উদ্ধার এক তরুণীর দেহ। মঙ্গলবার দুপুরে বাগুইআটির দেশবন্ধু নগরের একটি আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে উদ্ধার হয়েছে তরুণীর মৃতদেহ। নিহত তরুণীর নাম মণীষা রায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের সন্দেহ, আত্মহত্যার ঘটনা হয়ে থাকতে পারে এটি। সব দিক খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, আগে মায়ের সঙ্গে থাকতেন ওই তরুণী। বেশ কিছুদিন আগে মণীষার মা মারা যান। তার পর থেকে একাই থাকতেন মণীষা। পুলিশ জানিয়েছেন, কোনও পার্লারে কাজ করতেন তিনি। সোমবার রাতে ওই ফ্ল্যাটে তাঁর বেশ কয়েকজন বন্ধু আসেন। রাতে পার্টি হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর। তার পর মঙ্গলবার দুপুরেই মণীষার দেহ উদ্ধার হয়।

ওই তরুণীর পরিচিত ও বন্ধুদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। সকলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। মণীষার মৃত্যু আপাতভাবে আত্মহত্যা বলে মনে হলেও, ময়না তদন্তের পরেই সব স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

**পরিচিতি জানতে চাই**

গত ২৯.০৩.২০২৫ ইং তারিখে ধর্মনগর থানা, ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালের ক্ষঞ্চঞ্জ এর কাছ থেকে লিখিত পত্রের মাধ্যমে জানতে পারে যে গত ২৯.০৩.২০২৫ ইং তারিখে দুপুর ০২.১৫ মিনিটে একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যাক্তি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে মারা যায়। অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির বর্ণনা হলো - বয়স আনুমানিক ২৩ বৎসর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, চুল - কালো, দেহের গঠন - পাতলা, গায়ের রং শ্যামলা। উক্ত সংবাদ মূলে ধর্মনগর থানায় একটি জেনারেল ডাইরি করা হয়েছে যাহার নম্বর - DMN PS GDE No. ১৯ তারিখ ২৯.০৩.২০২৫ ইং।

- যোগাযোগের ঠিকানা : -
ধর্মনগর থানা :- ৬০০৯৯০৫০৮৩/০৩৮২২ - ২২০-২০৪
এস ডি পি ও ধর্মনগর :- ৯৪০২১২১৯০০
এস. পি উত্তর ত্রিপুরা :- ০৩৮২২- ২৩৪-৪৬৬
পুলিশ কন্টোল উত্তর ত্রিপুরা :- ০৩৮২২- ২২৪-৪১১
ICA/D-04/25

**MEMORANDUM**

In reference to this office earlier e-Tender notice vide No.F.XIII- 7/KST/BLG/A/2025/4611-18, Dated-24/03/2025 & e-Tender e-procurement portal of Govt. of Tripura ID-205_KSB_59750_1 for supply of Group-A Ration Articles at Kendriya Sansodhanagar Tripura, Bishalgarh for the financial year 2025-2026, is hereby treated as cancel due to administrative reasons. A fresh e-tender process is follows soon.
ICA/C-018/25

**Superintendent, Kendriya Sansodhanagar, Tripura,Bishalgarh.**

**PNIeT No.: 21/EE/WRD-VI/e-tender/2024-25 Dt.27.03.2025**

The Executive Engineer, W.R Division No-VI, Kailashahar, Tripura(U). invites e-tender from eligible bidders up to 3-00 PM on 09.04.2025 for 4 (Four) No(s). Emergency LI/DTW repairing works under W.R Division No-VI, Kailashahar during the year 2025-26. For details visit www.tripura.nic.in or e-mail to eepwdwr6@gmail.com for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C-009/25
for and on behalf of the Governor of Tripura.

**Designation: Executive Engineer Water Resource Division No-VI, Kailashahar Tripura(U).**

**PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 27/EE/DWS/DMN/2024-25**

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work:-

| Sl. NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114/EE/DWS/DMN/2024-25 | Rs 5,81,503.00 | Rs. 11,630.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 2 | 115/EE/DWS/DMN/2024-25 | Rs 5,81,503.00 | Rs. 11,630.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 3 | 116/EE/DWS/DMN/2024-25 | Rs 8,51,924.00 | Rs. 17,038.00 | 180 days | Appropriate Class |
| 4 | 117/EE/DWS/DMN/2024-25 | Rs 8,51,924.00 | Rs. 17,038.00 | 180 days | Appropriate Class |

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 11-04-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 11-04-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in and https://www.eprocure.gov.in/epublish/app
ICA/C-011/25

**Executive Engineer DWS Division Dharmanagar, North Tripura.**

**CORRIGENDUM**

In BOQ of the work 'Extension of Existing Embankment along the right bank of river Haora from Adarsha Pally to Pratapgarh RCC Bridge (Length=650.00 mtr) including protection work at the required places under Sadar Sub-Division, West Tripura'. Tender invited vide P N I eT NO: 24/EE/WRD-II/2024-2025 Dated,, 17th March 2025 DNIeT_No. 33/CE/PWD(WR)/ACE(P&DU)/DNIeT/2024-25, Please read unit of Items No. as Corrected units instead of Incorrect units.

| Items No. | Corrected Units | Instead of Incorrect Units |
|---|---|---|
| 1 | cum | sqm |
| 2 | sqm | cum |
| 4 | sqm | cum |
| 5 | sqm | no |
| 6 | meter | cum |
| 7 | cum | sqm |
| 9 | no | cum |
| 15 | sqm | cum |
| 16 | meter | cum |

ICA/C-01-25

**(Er Parimal Debnath), Executive Engineer, Water Resource Division No-II, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala For and on behalf of the "Governor of Tripura"**

# হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

## যে পাঁচ খাবারে শিশুর মেধা বাড়ে

শিশুদের বয়সটা হচ্ছে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশসাধনের সময় । এ সময় সুস্থভাবে বেড়ে শিশুদের শিশুর খাবার তালিকায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। অনেক পিতামাতা শিশুদের নিয়মিত ফল ও শাকসব্জি খাওয়াতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন কিছু খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করবে তথা মেধা ও মনোযোগ বাড়াবে। এখানে শিশুর মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পাঁচ খাবার দেওয়া হল— যা ১২ মাস ও তদোর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।

ডিম ঃ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন হয় উল্লেখ্যযোগ হারে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি পুষ্টি হচ্ছে কোলাইন। মস্তিষ্কের গভীরে স্মৃতিকোষ তৈরি করতে কোলাইনের প্রয়োজন রয়েছে। ডিমের কুসুমে পর্যাপ্ত কোলাইন পাওয়া যায়। আট বছর পর্যন্ত প্রতিদিন যতটুকু কোলাইন লাগে তার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে পারে। ডিমে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং ফোলেটও রয়েছে- এদের প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি, বিকাশসাধন ও মেরামতের দরকার। তাই শিশু ডিমের প্রতি অ্যালার্জিক না হলে তাদের প্রতিদিন ডিম খেতে উৎসাহিত করুন।

তৈলাক্ত মাছ ঃ তৈলাক্ত মাছ অনেক উপকার করতে পারে। মস্তিষ্কের বিকাশসাধন ও স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোষের বিকাশসাধনের জন্য অন্যতম হচ্ছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। এ পুষ্টি নিউরোট্রান্সমিটার ফাংশনে ভূমিকা রেখে আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় নিম্নমাত্রায় ওমেগা-৩ এর সঙ্গে কম মেধার যোগসূত্র দেখা গেছে এবং অন্যদিকে ওমেগা ৩ সাপ্লিমেন্টেশনে মেমোরি ফাংশন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোল গ্রেন ঃ শিশুদের সকালের নাস্তায় হোল গ্রেন (গোটা শস্য) রাখা উচিত। কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ এই খাবার মস্তিষ্কের জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ ও এনার্জির জোগান দেয়। এতে প্রচুর বি ভিটামিনও থাকে— যা নাভার্স সিস্টেমকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে। অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে, হোল গ্রেনের ব্রেকফাস্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে সকালের নাশতা হিসেবে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে এমন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। হোলগ্রেনে উচ্চ পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে— যা শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে।

শিম ঃ শিমের বিচির মতো প্রকৃতির খাবারে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়। পিন্টো ও কিডনি বিনসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি বেশি থাকে— যা মস্তিষ্কেরক বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের জন্য দরকারি। শিশুদের শিম খাইয়ে স্কুলে পাঠালে ক্লাশরুমে মন বসবে। এছাড়া এসব খাবার তাদের দীর্ঘসময় সতেজ রাখবে। বিচি হচ্ছে প্রোটিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও এসোশিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস। এসকল পুষ্টি গর্ভাবস্তায় প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাবারে ফাইবারও রয়েছে, যা দুটি কমন প্রেগন্যান্সি ডিসকমফোর্ট -কোষ্টকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারে।

দুধ ঃ দুধ, দই ও পনির এতটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যে, শিশুর ডায়েট চোখ বন্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুধ জাতীয় খাবারে প্রোটিন, বি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি মস্তিষ্কের টিসূয, নিউরোট্রান্সমিটার ও এইজাইনের গ্রোথের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব কিছুর মস্তিষ্কের কার্যক্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে, এসব খাবার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বলে এগুলো খেলে দাঁত ও হাড় মজবুত হবে তথা সুস্থ থাকবে। শিশুদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিশুকে দুই থেকে তিন ধরনের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

## জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা। কে পটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজইপোজেস্টরন অ্যাসিটেট ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম

নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওষুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওষুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

## নারী-পুরুষ মস্তিষ্কের ভিন্নতা

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না। এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে।

অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদে রকৌশলগত কিছু পার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, 'নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক'। দলবদ্ধ হয় কাজ

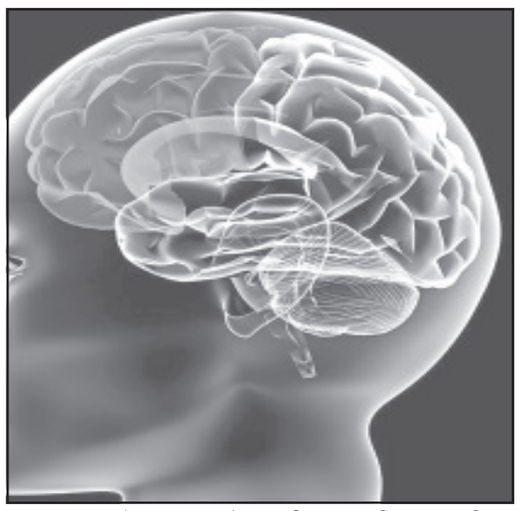

করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

## সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উততমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।' এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য । যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন। দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কেলোই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লান ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল। যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো। সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়। তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।' গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃ সন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃ সন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরি হয়েছিল। কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্দি সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরড় ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময়গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা। চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে, 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে

## স্বাদে নয়, পরিবেশনেই খাবারকে করে তুলুন অতুলনীয়

কথায় আছে "আগে দ্যাখনদারি"। অর্থাৎ পরিবেশনটাই আসল। যে কোনো কাজকে আমরা কীভাবে উপস্থাপিত করছি সেটা খুবই জরুরি। কারণ তাতেই সেটার প্রতি আমাদের উৎসাহ আর আগ্রহ জাগে। আবার পরিবেশন বা সাজানো-গোছানো ভালো না হলে সব কিছুই ফ্যাকাশে লাগে। তাই এই দিকটি যে কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রান্নার ক্ষেত্রে আমাদের সুন্দরভাবে সাজানো রেসিপি দেখতে যতটা ভালো লাগে, স্বাদে-গুণে পরিপূর্ণ অথচ পরিবেশন খারাপ এমন খাবার দেখতে ততটা ভালো লাগে না। তাই গার্নিশিং খুবই জরুরি। এতে বাড়ির সাধারণ রান্নাও দেখে মনে হয় শেফের হাতের ছোঁয়া রয়েছে। ১. সবার আগে দেখুন যে পাত্রে রাখবেন সেটি সুন্দর কিনা। খাবারের যা রঙ তার সঙ্গে মিল থাকতে হবে। প্লেন এক রঙের প্লেট বা পাত্র হলে বেশি ভালো। কারণ তাতে যে কোনো রান্নাই শোভা পাবে। নানা আকৃতির ও আয়তনের পাত্র পাওয়া যায় আজকাল। মূলতঃ গোলাকার পাত্রে রাখলে যে কোনো খাবার দেখতে ইন্টারেস্টিং লাগে।

২. এমন পাত্র বাছবেন না যেখানে খাবার পাত্রের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা দেখতে ভালো লাগে না। আবার খুব বড়ো পাত্রে অল্প খাবার দেখতে মানায় না। সঠিক আকারের পাত্র নিতে ভুলবেন না। কাঁচের পাত্রও নিতে পারেন।

৩. প্লেটের ধারগুলিতে যেন ঝোল বা মশলা না লেগে থাকে। খাবার প্লেটের একদম মাঝ বরাবর বসাবেন।

আরো পোস্ট- যে কোনো সময়ে স্টাইলিশ লুক, ওয়ার্ডরোবে থাকুক এগুলি ৪. একসঙ্গে অনেকটা খাবার তুলবেন না। ঝোল বা গ্রেভি থাকলে অল্প অল্প করে নিয়ে পাত্রে রাখুন। সাজানোর জন্যে অল্প নিতে পারেন। পরে চাহিদামতো খাবার তুলুন। ৫. প্লেটে ঢালতে গিয়ে যদি খাবারের অংশ বা ঝোল বাইরে পড়ে যায় তাহলে সেটা সুন্দর করে পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার ঝকঝকে টেবিল না হলে খেতে বসতে কার ইচ্ছে করে? ৬. একটি ডিশ বানাতে যা যা উপকরণ দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একটা উপকরণ দিয়ে সাজান খাবারটি। তারপর সেটিকে টেবিলে রাখুন। প্লেটের সঙ্গে মানিয়ে গ্লাসও রাখবেন। ৭. কিছু খাবার একেবারে গরম পরিবেশনই ভালো লাগে। তাই সেগুলোকে ঠান্ডা করে পরিবেশন করবেন না।

## সুস্থ থাকতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে জল পান করুন

জলের অপর নাম জীবন। কারণ, আমাদের শরীরের ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকলেই উঠেই আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর ফলে শরীরে আদৌ কোনও প্রভাব পড়ে কিনা? সেই বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ থাকতেই পারে। তাহলে জেনে নিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন।

এক ঃ জল বেশি করে খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি না থাকলে চট করে ক্ষিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুইঃ সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয় বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে, সকালের

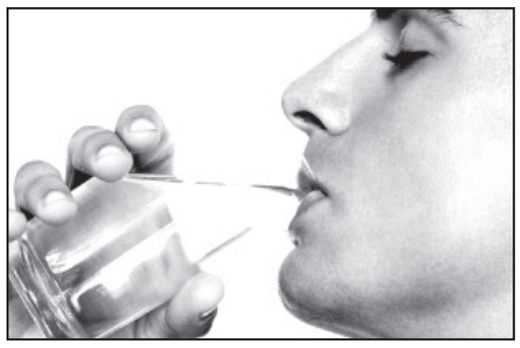

প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রং সব সময় শরীরে জলের পরিমাণ বোঝায় না।

তিন ঃ আমাদের শরীরের দুটি কিডনির কাজ হল শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেওয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে হোক বা পরে হোক জলের ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে.

চার ঃ সকালে উঠেই যে জল খাওয়া খুব জরুরি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে জলপানের মধ্যেও কোনও খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি নতা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

## সর্দীর নাক ডাকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে! জেনে নিন সমাধানের রাস্তা

নাক ডাকা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিব্রতকর একটি সমস্যা। ঠাণ্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, শোওয়ার সমস্যাসহ নানান কারণে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে। ঘরোয়া কিছু উপায়ে নাক ডাকার সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তবে নাক ডাকা না কমলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন অবশ্যই। কারণ অনেক সময় বড় ধরনের শারীরিক সমস্যার কারণেও মানুষ নাক ডাকতে পারে।কাত হয়ে শোওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ চিত হয়ে শোওয়ার কারণে পেছনের অংশে চাপ পড়ে শ্বাসনালীর পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। একটি বড় কোলবালিশ ব্যবহার করতে পারেন ঘুমানোর সময়। এতে পাশ ফিরে শুতে সুবিধা হবে।বেশি নিচু বালিশে ঘুমাবেন না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিছানা থেকে ৪ ইঞ্চি উপরে মাথা রাখলে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। ফলে নাক ডাকার সমস্যা দূর হয়।ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা মেন্থল তেল নাকের আশেপাশে ম্যাসাজ করে নিন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে।নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে ঘরে তৈরি একটি স্প্রে। আধা চা চামচ মোটা দানার লবণের সঙ্গে ১ কাপ জল মিশিয়ে স্প্রে বোতলে ভরে নিন। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ২-৩ বার নাকের ফুটায় স্প্রে করুন।

মঙ্গলবার প্রাক্তন বিধায়ক দীলিপ সরকারের মৃত্যুবার্ষিকীতে এক রক্তদান শিবিরের অত্রোয়াজন করা হয়।

# মুসলিমরা ওয়াকফ বোর্ডের জমি কেলেঙ্কারির প্রাথমিক শিকার

।। হর্ষ রঞ্জন।।
বরিষ্ঠ সাংবাদিক

**ওয়াকফের সম্পত্তির পরিমান**

সেনা বাহিনি এবং রেল বিভাগের পর ওয়াকফ হল ভারতে তৃতীয় বৃহত্তম সম্পত্তির মালিক। ভারতে ওয়াকফ-এর সম্পত্তির মধ্যে মোট জমির পরিমান ৩৭.৩৯ একরের চেয়েও বেশি। ওয়াকফ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব ইন্ডিয়া (ডব্লিউ এ এম এস আই) পোর্টাল এই তথ্য উন্মোচিত করেছে। সারা ভারত জুড়ে ২৮-টি রাজ্য ও ৭-টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্য ও ৭-টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ৩২-টি ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। ভারতে ওয়াকফ-এর সম্পত্তির পরিমান সত্যিই বিপুল , যা অংকের নিরিখে ৮,৭২,৮০২ ওয়াকফ সম্পদ। এ ছাড়াও আরো অনেক সম্পত্তি রয়েছে ওয়াকফের যার পরিমান ৪,০২,০৮৯, কিন্তু এ সম্পর্কিত কোনো রকম প্রামাণ্য তথ্যাবলী ওদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু, মাত্র ১,০৮৮টি ওয়াকফ দলিল নিবন্ধন করা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে ২৬,৬৭৬ টি বেসরকারি ওয়াকফ (ওয়াকফ আলাল আউলাদ) সম্পত্তি রয়েছে।

**ভারতে ওয়াকফ-এর ইতিহাস এবং বর্তমান সমস্যা**

প্রসাসনিকভাবে উন্নতি সাধন এবং অব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্য নিয়ে ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশাসন বহুবিধ আইনগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তন করা হয়েছে। ১৮৯৪ সালে প্রিভি কাউন্সিল-এর শাসন কাল থেকে মুসলমান ওয়াকফ অ্যাক্টস (১৯১৩, ১৯২৩, ১৯৩০) সহ নানাবিধ আইন , ১৯৫৪-র ওয়াকফ অ্যাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট আরোও অনেকগুলি সংশোধনীর মাধ্যমে ওয়াকফ প্রশাসন আকৃতি লাভ করেছে। ওয়াকফ অ্যাক্ট, ১৯৯৫, এই সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনাকে আরোও শক্তিশালী করেছে, সেই সঙ্গে ২০১৩-য় যে বড় ধরণের সংশোধনীটি আনা হয়েছিল তা এই সংস্কারের সুযোগকে আরোও বিস্তারিত করেছে।

এই ধরণের একটি বিস্তারিত ইতিহাস থাকা সত্বেও সারা ভারত জুড়ে ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে রয়েছে দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার কলঙ্কময় অসংখ্য অভিযোগ। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, আইনগত পদ্ধতিকে পাশ কাটিয়ে ওয়াকফের বহু সম্পত্তি গড় পরতা দরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাক্তি বিশেষের কাছে বেআইনিভাবে বিক্রয় করা হয়েছে অথবা লিজ দিয়ে দিয়েছে। এই সব লাগাম ছাড়া দুর্নীতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ আর অস্থিরতা বিস্ফোরকের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অবৈধ দখলদারি, বেআইনিভাবে জমি হস্তান্তর, এবয আইনগত ত্রুটি বিচ্যুতি ও ঝামেলার মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা কেবল বেড়েই চলেছে। তবে এই সব সমস্যা যখনই সমনে চলে আসছে, তখন মুসলমান সমাজের কেউই সামাজিকভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার ভয়ে এবং মাতব্বরদের চাপে মুখ খুলতে সাহস পায় না।

**লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং আইনগত বিবাদ**

ওয়াকফ সম্পত্তির একটা বিশাল অংশ বেআইনী দখলে চলে যাওয়ার ফলে আইনগত লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ডব্লিউ এ এম এস আই পোর্টাল-এর মাধ্যমে জানা যায়, বর্তমানে ওয়াকফ-এর সম্পত্তি দখলদারি সংক্রান্ত ৫৮,৮৯০-টি মামলা চলছে। ওয়াকফ সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৩১,৯৯-টি মামলার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ১৬, ১৪০-টি মামলা দখলদারির সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে আবার ৩, ১৬৫-টি মামলা খোদ মুসলমান আবেদনকারীরাই রুজু করেছে। ওয়াকফ বোর্ড-এর মধ্যে স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে এর কর্মকথা ও কর্মচারিরা দুর্নীতি করার জন্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে এবং অধিকারগত সম্পদকে কায়েমী স্বার্থবাজরা কবলস্থ করে এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে চলেছে দিনের পর দিন। এই নিপাট সত্যটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু মানুষ জানে ও বিশ্বাস করে।

**মুখ খোলার ভয় এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত**

ওয়াকফ সম্পত্তির পরিচালনায় অব্যবস্থাপনা যে আদতে মুসলমানদেরই ক্ষতিগ্রস্থ করছে এই নিখাদ সত্যটি সাধারণ মানুষ ক্রমেই বুঝতে পারছে এবং এর ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে আর অভ্যন্তরীণ সংঘাত বেড়েই চলেছে। তবে সামাজিক চাপের কারণে এ বিষয়ে খোলামেলা সমালোচনা সত্যিই দুর্লভ। এরই মধ্যে বহু সমাজ কর্মী, প্রখ্যাত উদারনৈতিক মুসলমান ব্যাক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ ওয়াকফ আইনের যে সংস্কার করাটা একটা জরুরি দরকার সেই অনুচ্চারিত কথাকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সর্ব সমক্ষে তুলে ধরছে। যেভাবেই হোক এই সম্প্রদায়ের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক গোষ্ঠিগুলির দিক থেকে নাজেহাল হওয়ার ভয়ে এই সব সমস্যা প্রকাশ্যে তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে আছেন।

**ভারত ব্যাপী মামলা আর অভিযোগ**

সারা ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি দখল সম্পর্কিত যে সব অভিযোগ ও উদাহরণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রক সে বিষয়ে একটি পর্যালোচনা করেছে। এই দখলদারীর মাত্রা ও পরিমান অত্যন্ত বিপজ্জনক পর্যায়ে চলে গিয়েছে এবং এতে জড়িত রয়েছে খোদ ওয়াকফ বোর্ড। দেশের বিভিন্ন শহরে এ ধরণের মামলার বহর এতোটাই প্রবল যে বিষয়টি সমস্যার তীব্রতাকে প্রকট করে তুলেছে।

ভুপালে ওযাকফের কমপ্লেক্সটি সরকারি জমির উপর অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং এখানে ১২৫-টি নথিভুক্ত কবরের মধ্যে ১০১-টিই রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গিয়েছে। হায়দ্রাবাদে শুধু ২০২১-এই ৭৬৫-টি দখলদারীর নোটিশ জারি করা হয়েছিল, অন্যদিকে ভারতের অন্যতম ধনী তেলেঙ্গার ওয়াকফ বোর্ড-এর অধীনস্থ সম্পত্তির আর্থিক মূল্য ৫ লক্ষ কোটি টাকা যার ৭৫ জমিই দখলদারীর আওতায় চলে গিয়েছে। মুম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রের ওয়াকফ জমির ৬০ু বেআইনীভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। লখনৌ থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকার জানাচ্ছে ওই রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড যে সব জমি ওদের বলে দাবী করছে তার মধ্যে ৭৮ু জমিই হল আদতে সরকারী জমি। এই বিপুল পরিমান জমি উদ্ধার করতে উত্তরপ্রদেশ সরকার ১৯৮৯-টি নির্দেশ জারি করেছে। পাটনায় বিহার সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড ফাতুয়ার সংখ্যালঘু হিন্দু গ্রাম গোবিন্দপুরের সাতটি হিন্দু পরিবারের জমি ওদের দাবী করে পরিবারগুলির বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছে।

**সংস্কার প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম অংশ ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪**

চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম অংশ হল এই ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪। যেহেতু এর একমাত্র লক্ষ্য হল মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধন তাই এর ব্যবস্থাপনাকেও উন্নততর করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা দরকার, মুসলমানদের বিপথে চালনা করাটা যে অন্যায় সে বিষয়টিতেই জোর দেওয়া হচ্ছে। মুসলমান বুদ্ধিজীবী ওবং আইন বিশেষজ্ঞরা সম্প্রদায়ের সম্পদ অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আরোও কঠোর হতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং তা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে বলছেন। অনেকেই আবার ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারী নজরদারীর আওতায় নিয়ে আসতে জোর দিচ্ছেন। ওয়াকফ বিষয়ক আইন সম্পর্কে যারা বিশেষজ্ঞ তারা স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস যোগ্যতাকে আরোও বিস্তারিত করতে ওয়াকফ অ্যাক্ট সংশোধনীর যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার উপর আলোকপাত করছেন। তারা বলছেন, এই সম্পদ হল সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য, এটা কোনো ভাবেই ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন এবং দুর্নীতি করার হাতিয়ার হতে পারে না।

**ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-এর প্রধানতম বিষয় সমূহ**

ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা দীর্ঘ কাল ধলে সমাধান অপেক্ষায় পড়েছিল, এখন সে জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪-কে স্বাগত জানানো হচ্ছে। এই বিল ওয়াকফ বোর্ডের প্রশাসনিক অদক্ষতাকে দূর করবে।

**সরকারের তরফে পূর্ব প্রস্তুতি এবং ধারাবাহিক মতামত বিনিময়**

সরকারের তরফে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিগত আট বছর ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মতামত বিনিময়ের কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ সংক্রান্ত একটি জয়েন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। সারা ভারতে এ বিষয়ে মতামত গ্রহনের জন্য ৩৬-টি বৈঠক করা হয়েছে।

**উপসংহার**

ওয়াকফ সম্পত্তি শুধু মাত্র একটি আইনগত ও প্রশাসনিক সমস্যা নয়, উপরন্তু এটা হল মুসলমান সমাজের জন্য একটি নৈতিক দ্বিধা ও সংকট। যতক্ষণ না পর্যন্ত এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ততক্ষণ ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে দুর্নীতি চলতেই থাকবে। এই সব সমস্যার একটি স্বচ্ছতর সমাধানের জন্য গঠন করা হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪।

## ১০ বছর ধরে বাজির কারখানা চলছিল, জানালেন পুলিশকর্তা

কলকাতা, ১ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথর প্রতিমার ঢোলাহাটে বিস্ফোরণ কাণ্ডে মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। তিনি জানান, বাড়ি থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে কারখানা ছিল। বাড়িতে মজুত বাজি থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে। সেই কারণে বিস্ফোরণে এতজনের প্রাণহানি হয়েছে। ১০ বছর ধরে এই কারখানা চলছিল। তবে তার কোন ধরনের লাইসেন্স ছিল, তা তদন্তের ব্যাপার। তিনি এও জানান, বাড়ি বাড়িতে এত নজরদারি সম্ভব নয়, মানুষের ন্যূনতম সচেতনতাও তৈরি হয়নি।

## বিশ্ব বক্সিং কাপ: ভারতের অভিযানের শুরুতেই লক্ষ্য চাহারের পরাজয়

ফোজ দো ইগুয়াকু , ১ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার ব্রাজিলের ফোজ দো ইগুয়াকুতে লক্ষ্য চাহারের বিশ্ব বক্সিং কাপ ২০২৫ অভিযান শুরুটা হল খুবই হতাশাজনক। ৮০ কেজি ওজনের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের ওয়ান্ডারলি পেরেইরার কাছে ০-৫ ব্যবধানে হেরে গেছেন লক্ষ্য চাহার। বর্তমান জাতীয় লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন চাহার, পেরেরার মতো একজন কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হন, যিনি ২০২৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের রৌপ্যপদক বিজয়ী এবং প্যারিস অলিম্পিয়ান। পেরেরা রিংয়ে চাহারকে সব সময়ই ছাড়িয়ে গেছেন। ব্রাজিলিয়ান ১৫০ এর মধ্যে ১৪৯ এর প্রায় নিখুঁত স্কোর অর্জন করেন, যেখানে চাহার ১৩৫ নিয়ে শেষ করেন।

৬ দিনের টুর্নামেন্টের মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে, আরও ৩ জন ভারতীয় বক্সার - যদুমণি সিং মান্ডেংবাম (৫০ কেজি), নিখিল দুবে (৭৫ কেজি) এবং জুগনু (৮৫ কেজি) - রিংয়ে নামবেন। যদুমণি কোয়ার্টার ফাইনালের কঠিন লড়াইয়ে গ্রেট ব্রিটেনের এলিস ট্রোব্রিজের মুখোমুখি হবেন। নিখিল ব্রাজিলের বক্সার কাউ বেলিনির বিরুদ্ধে খেলবেন, আর জুগনু ফ্রান্সের আব্দুলায়ে ট্রোরের বিরুদ্ধে খেলবেন। এই প্রতিযোগিতাটি ভারতীয় বক্সিংয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত, কারণ এটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মাইলফলকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ২০২৮ সালের অলিম্পিকের আগে বক্সারদের তাদের অবস্থান তৈরি করার সুযোগ করে দেবে।

## ওদালগুড়ির গরুয়াঝাড়ে উদ্ধার পচাগলা লাশ

ওদালগুড়ি (অসম), ১ এপ্রিল (হি.স.) : ওদালগুড়ি জেলার অন্তর্গত ১ নম্বর গরুয়াঝাড়ে পচাগলা একটি লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে পচাগলা লাশ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গরুয়াঝাড়ের জনৈক দীপক ওরাঙের ভুট্টা খেতে পচাগলা, খুবলে যাওয়া মৃতদেহ দেখেন স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি। খবর দেওয়া হয় পেয়ে পানেরি থানায়। খবর পেয়ে থানা থেকে ওসি সহ পুলিশের দল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান ভেড়গাঁও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দুর্গাকিঙ্কর শর্মা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে নরকঙ্কালটি ডিমাকুচি থানার অন্তর্গত বামুনজুলির শ্রমিক বছর ৩০-এর উত্তম তাঁতির।

জানা গেছে, প্রায় দু-সপ্তাহ আগে হেলমেট পরিহিত দুই যুবক এসে উত্তম তাঁতিকে তাদের মটোর বাইকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন উত্তম তাঁতি।

আজ সকালে তার মৃতদেহ গরুয়াঝাড়ের একটি ভুট্টা খেতে উদ্ধার হয়েছে।

ইতিমধ্যে এসডিপিও দুর্গাকিঙ্কর শর্মার নেতৃত্বে পানেরি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন

কিংস্টন, ১ এপ্রিল (হি.স.) : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনলো ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯২১ সাল থেকে ৪ বছর অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করার পর সোমবার টেস্ট দলের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট। আর ওয়ানডের পর টি-২০ ও নেতৃত্ব পেয়েছেন শেই হোপ। তাছাড়া টি-২০ নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রভম্যান পাওয়েলকেও। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সোমবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে এসব পরিবর্তনের কথা।

১০০ টেস্ট খেলার মাইলফলক ছোঁয়া থেকে দুই ম্যাচ দূরে থাকা ব্র্যাথওয়েট অধিনায়কত্ব ছাড়ার ইচ্ছার কথা বছরের শুরুতেই বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই সংস্করণে নতুন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে বোর্ড। ব্র্যাথওয়েট সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে নেতৃত্বে দিয়েছেন ৩৯ টেস্টে। জয় ছিল ১০টি, হার ২২টি, বাকি ৭ টি ড্র। পাওয়েল টি-২০ এর দায়িত্বে ছিলেন ২০২৩ সালের মে মাস থেকে। তার নেতৃত্বে ঘরের মাঠে ভারত, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ঘরের মাঠে ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলে সুপার এইটে।

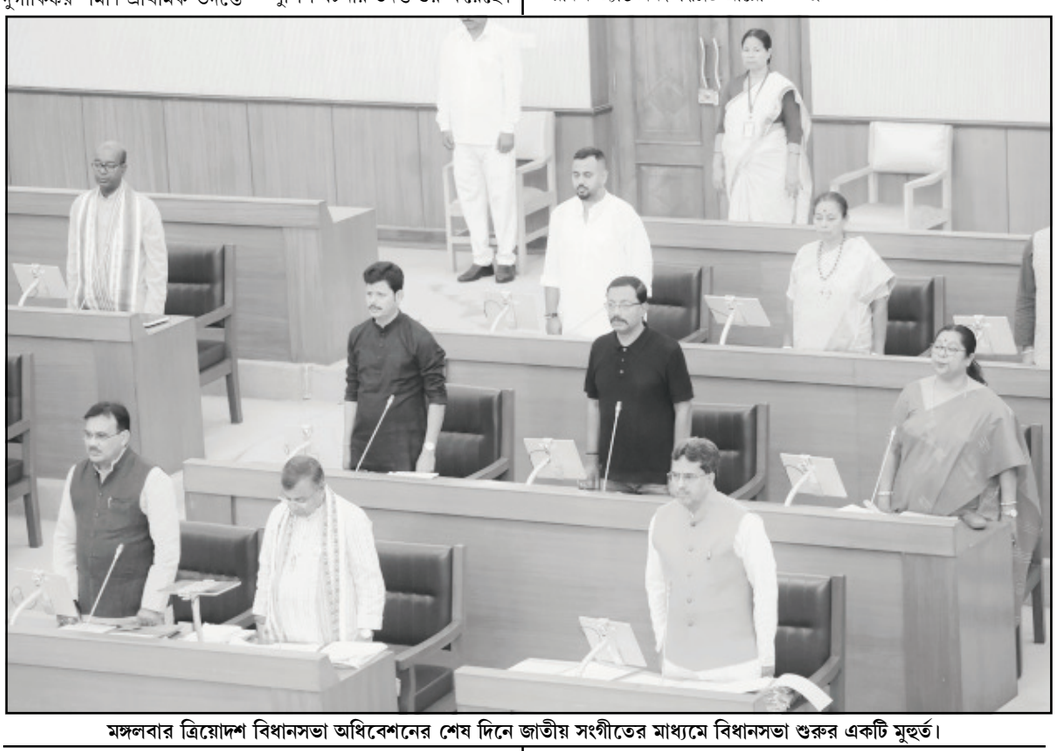

মঙ্গলবার ত্রিয়োদশ বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে বিধানসভা শুরুর একটি মুহূর্ত।

## বোমা-গুলি কাণ্ডে অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

কলকাতা, ১ এপ্রিল, (হি.স.): জগদ্দল গুলি কাণ্ডে আরও বিপাকে পড়লেন বারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল বারাকপুর এসিজেএম আদালত।তদন্তকারী অফিসার এদিন বিচারক মণিকা চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির জন্য আবেদন করেন। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন। অবশ্য অর্জুন সিং বর্তমানে রাজ্যের বাইরে আছেন। এর আগে ওই মামলা চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

অর্জুন সিংকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন জগদ্দল থানার আইসি মধুসূদন মণ্ডল। সেসময় গ্রেফতারির আশঙ্কা ছিল। এবার সেই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হল।

এর আগে ভাটপাড়াকাণ্ডে জগদ্দলের বিধায়ক তৃণমূল নেতা সোমনাথ শ্যামের অভিযোগ উড়িয়েছেন অর্জুনবাবু। তিনি বলেন, ”আমার বাড়ির পাশে গুলি চললে, আমি যাব না? মেঘনা মোড়ে গেছিলাম, কিন্তু গুলি চালাইনি। সত্যি গুলি চালালে পুলিশ কেন সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে আনছে না? সিআইএসএফ-এর নজরদারিতে তাঁর গাড়িতে করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বেআইনি অস্ত্র মজুতের অভিযোগও অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা।

## প্রায় দু’মাসের জন্য মাঠের বাইরে হলান্ড

ম্যানচেস্টার, ১ এপ্রিল (হি.স.) : বোর্নমাউথের বিপক্ষে গত রবিবার এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে চোট পেয়ে ৬০ মিনিটে মাঠ ছাড়েন হলান্ড। ম্যাচের পর যখন ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি মাঠ ছাড়েন তখনই তাকে নিয়ে শঙ্কা জাগে। প্রাথমিক পরীক্ষায় গত সোমবার তার চোট ধরা পড়ে। পরবর্তীতে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর পর পরিষ্কার হল তার চোট কতটা গুরুতর। লেস্টার সিটির বিপক্ষে লিগ ম্যাচের আগে মঙ্গলবার সেটাই জানালেন গুয়ার্দিওলা।

কোচ গুয়ার্দিওলা জানিয়েছেন,’চলতি মরসুমে চোট অনেক ভুগিয়েছে সিটিকে। মরসুমের শুরুতে ছিটকে গেছেন মাঝমাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের রদ্রি, চোটের জন্য ছিলেন না কেভিন ডে ব্রুইনে। এবার ছিটকে পড়লেন মরসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা। আমাদের যত খেলোয়াড় চোট পেয়েছে তাদের জন্য খারাপ লাগছে এবং আর্লিংয়ের জন্যও। তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। আশা করছি সে দ্রুত ফিরে আসবে।”

## ২ ও ৩ এপ্রিল থাকতেই হবে লোকসভায়, সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি এলজেপি (রামবিলাস)-এর

নয়াদিল্লি, ১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ পেশ হবে বুধবার। ২ ও ৩ এপ্রিল, বুধবার ও বৃহস্পতিবার লোকসভায় উপস্থিত থাকার জন্য লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি - রামবিলাস)-এর লোকসভার সমস্ত সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২ এপ্রিল ওয়াকফ সংশোধনী বিল বিবেচনা এবং পাসের জন্য পেশ করা হবে। জানা যাচ্ছে, এই কারণেই সমস্ত লোকসভার সাংসদদের উদ্দেশ্যে হুইপ জারি করেছে এলজেপি - রামবিলাস। এদিকে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে নিজেদের মধ্যে রণকৌশল ঠিক করতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈঠকে বসছেন ইন্ডি জোটের সাংসদরাও।

মঙ্গলবার আগরতলা মানবাধিকার দপ্তরে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করেন।

## ফের হুড়মুড়িয়ে পড়ল শেয়ার বাজার

মুম্বই, ১ এপ্রিল, (হি.স.): মঙ্গলবার শেয়ার বাজারের সব বেঞ্চমার্ক সূচকই নিম্নমুখী। বিশেষ করে ব্যাঙ্কিং এবং আইটি শেয়ারে সবচেয়ে বড় পতন দেখা গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক ঘোষণার কারণেই বাজারের এই দশা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এদিন বিএসই সেনসেক্সে ১,৪০০ পয়েন্টের বেশি পতন হয়। নেমে যায় ৭৬,১০০-এর নীচে। নিফটি ৫০ সূচক ২৩,২০০-এর নীচে নেমে আসে দুপুর ১:০৪ নাগাদ। আইসিআইসিআই সিকিউরিটিজের মতে, “মার্কিন সরকারের শুল্ক-সংক্রান্ত নীতিগত পরিবর্তনের কারণে ত্রৈমাসিকের শেষ তিন সপ্তাহ ধরে অনিশ্চয়তা চলছে। বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর প্রভাব পড়তে পারে।“ আইটি সেক্টরে সবচেয়ে বেশি পড়েছে ইনফোসিসের শেয়ার। ২.৮৬ শতাংশ কমে দাম ১,৫২৫ টাকায় নেমে এসেছে। তালিকায় এইচসিএল টেক, টিসিএস, ও টেক মাহিন্দ্রাও রয়েছে। এই সব শেয়ার ২.৪ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও বড় পতন দেখা গিয়েছে। এইচডিএফসি ও অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের শেয়ার ২.৩ শতাংশ পড়েছে।

ব্যাঙ্কিং শেয়ারকে ’নিরাপদ বিনিয়োগ’ হিসাবে ধরা হচ্ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেখানেই চূড়ান্ত টালমাটাল। কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের মতে, ঋণের গুণগত মান সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলনামূলকভাবে কম, কারণ অনিরাপদ ঋণ বিভাগে পুনরুদ্ধারের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

# ঊনকোটিতে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে মেলা ৪ এপ্রিল প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১ এপ্রিল: আগামী ৪ এপ্রিল শুক্রবার ঊনকোটিতে অনুষ্ঠিত হবে অশোকাষ্টমী উপলক্ষে মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সেজে উঠেছে শৈব তীর্থ ঊনকোটি। ইতিমধ্যে ঊনকোটিতে আসতে শুরু করেছে সাধু সন্ন্যাসীরা। তৈরী করা হচ্ছে ব্যাবসায়ীদের জন্য স্টল। আলোক সজ্জার কর্মীরা ব্যস্ত ঊনকোটিকে আলোয় সাজিয়ে তুলতে।মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের আধিকারিকরাও বর্তমানে চূড়ান্ত ব্যস্ত।

আজ ঊনকোটিতে গেলে দেখা যায় রাজ্য সহ বহি:রাজ্যের অনেক দর্শনার্থীরা ঊনকোটি দেখতে এসেছেন। অনেকেই বলেন পাহাড়ের মাঝে খোদাই করা এ ধরনের মূর্তি পাওয়া দুর্লভ। তারা ঊনকোটির সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এদিকে অশোকাষ্টমী মেলা উপলক্ষে দর্শনার্থীরা যে কুন্ডে স্নান করেন সেই কুন্ডে জল নেই বললেই চলে। দেখা যায় কুন্ডের জল বর্তমানে নোংরা হয়ে রয়েছে। উপজাতি যুবকরা সেই কুন্ডের নোংরা জলকে বাইরে ফেলছেন। বৃষ্টির অভাবে সবকিছু শুকিয়ে রয়েছে। এদিকে দীর্ঘদিন থেকে ঊনকোটিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। মেলা উপলক্ষে অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হবে।

এদিকে ব্যবসায়ীরা যে পানীয় নিয়ে বসে আছেন সেগুলিকে বিদ্যুতের অভাবে তারা ঠান্ডা রাখতে পারছেন না। যার ফলে ব্যবসায়ীদের শহর থেকে বরফের টুকরো নিয়ে সেই পানীয় গুলিকে ঠান্ডা রাখতে হচ্ছে। যার ফলে গ্রাহকদের কাছ থেকে দোকানদাররা অতিরিক্ত প্রতি ঠান্ডা পিছু পাঁচ টাকা করে নিচ্ছে। তবে মেলাকে কেন্দ্র করে সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

# বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে কমলপুর মূর্তিপাড়ায় চরম ব্যস্ততা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১ এপ্রিল:রাত পোহালেই বাসন্তী মায়ের পূজা। অর্থাৎ আগামী ৪ এপ্রিল থেকে চারদিন ব্যাপী বাসন্তী মায়ের পূজায় মেতে উঠবে সবাই। কমলপুর এলাকায় এবার বাসন্তী মায়ের প্রায় ১৩টি পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সিংহভাগ পূজা হচ্ছে বাড়িঘরের মানত পূজা। এই বাসন্তী মায়ের পূজাকে কেন্দ্র করে কমলপুরের ফুলছড়ি মূর্তি পাড়ায় মৃৎশিল্পী পুরুষ--মহিলাদের প্রতিমা তৈরীতে ব্যস্ততা দেখা গেছে। বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য্য, মিন্টু রুদ্র পাল ও মৃৎশিল্পী অনিতা রুদ্র পাল সময় মতো প্রতিমার সম্পূর্ন রূপ দিতে ব্যস্ত। এই মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এবার অন্য বছর তুলনায় বাসন্তী মায়ের পূজা বেড়েছে। মহিলা মৃৎশিল্পী অনিতা রুদ্র পাল বলেন, অন্যান্য বছর তুলনায় এবার বাসন্তী মায়ের পূজা বেড়েছে। প্রতিমা তৈরীতে লাভ যেমন তেমন চৈত্র মাসে প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন তাতে খুশি। আমাদের চলতে হবে।মৃৎশিল্পী মিন্টু রুদ্র পাল বলেন, ফুলছড়ি মূর্তি পাড়ায় ১০/১২ মৃৎশিল্পী আছে। সবাই কম বেশি মূর্তি অর্ডার পেয়েছে। এবার বাসন্তী পূজা অন্য বছর থেকে বেশি। ফুলছড়ি মূর্তি পাড়ায় প্রতিমার সুনাম রয়েছে। তাই অর্ডার আসে ভাল। মৃৎশিল্পী মিন্টু রুদ্র পালের আশা আগামী দিন বাসন্তী পূজা আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজার রূপ নিবে। আগের তুলনায় এখন প্রতিমা অর্ডারে ক্যাশ টাকা পাওয়া যায়।

# ৫ অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্তদেরও আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

এই ঘটনায় মেলাঘর থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ঘটনাটির গভীরে গিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাবেন এবং অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# পিএম শ্রী,গরুরবান্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক বিভাগের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১ এপ্রিল:আজকের শিশুরাই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে এবং যেহেতু সমাজে শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড, সুশিক্ষা ছাড়া জাতির দেশ, রাষ্ট্র বিকশিত হতে পারবে না। সুতরাং শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং পাঠন পাঠনের মাধ্যমে তাদেরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, ভারত সরকার পি এম শ্রী চালু করেছেন।

উক্ত যোজনার মাধ্যমেই, সোনামুড়া মহকুমার অধীনে মোহন ভোগ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত, গরুর বান্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে পাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় গরুর বান্দ গ্রামবাসীর জন্য আরেকটি উন্নয়নের নতুন পালক যুক্ত হয়েছে। আজ সকাল ৮ঃ০০ ঘটিকার সময় শুভ উদ্বোধন হয় প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়।পি এম শ্রী ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু।

আজকের এই মহতী শুভ উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, মোহনভোগ আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র দাস, যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজ সেবক দীপঙ্কর দাস , পিএম শ্রী,গরুরবান্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের এস এম সি কমিটির চেয়ারম্যান , বিশিষ্ট সমাজসেবক বিশ্বজিৎ দাস।

গ্রাম প্রধান বিমলা রানী দাস, উপপ্রধান সঞ্জয় দাস, প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক বিভাগ, সন্তোষ চন্দ্র সাহা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষণ দেববর্মা। তাছাড়া গরুর বান্দা এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক এমডি তালেব মহোদয়, পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্য সদস্যরা বিশিষ্ট কার্য্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের শিক্ষক সংকট জিয়ে রেখেই হাত দিলেন রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর।

# ৪ এপ্রিল থেকে শুরু বাসন্তী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: আগামী ৪ এপ্রিল থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হতে চলেছে চারদিনব্যাপী বাসন্তী মায়ের পূজা। এই পূজা উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা।

বিশেষজ্ঞরা জানান, বাসন্তী মায়ের পূজা সাধারণত বাড়ি-ঘরে আয়োজিত হয়, তবে এবারও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মূর্তি পাড়ায় মৃৎশিল্পী পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতিমা তৈরীতে এক ধরনের ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মৃৎশিল্পীরা বর্তমানে প্রতিমার সম্পূর্ণ রূপ দিতে ব্যস্ত রয়েছেন, যাতে পূজা শুরু হওয়ার আগেই প্রতিমাগুলি প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করা যায়।

# প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:সম্প্রতি জম্পুইজলা মহকুমা শাসক কার্য্যালয়ের সভাকক্ষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্ভাব্য কালবৈশাখী সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়ে আলোচনা হয়।

মহকুমার দুর্যোগ মোকাবিলা টিম সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের দুর্যোগ মোকাবিলায় তৎপর থাকার জন্য জম্পুইজলা মহকুমার ডিসিএম অভিরাম দেববর্মা সভায় আহ্বান জানান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশিস কুমার দেব, টিএসআর সপ্তম ব্যাটেলিয়ানের এসিস্ট্যান্ট কমানডেন্ট হেমন্ত দেববর্মা, জম্পুইজলা ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও বীর বাহাদুর রিয়াং, জম্পুইজলার ডিসিএম বিশ্বনাথ রায়, ডিসিএম সুদীপ দেববর্মা, ডিসিএম অমৃত দেববর্মা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

# মেডিক্যাল কলেজে

● আটের পাতার পর

করবে। বৈঠকে এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ২০২৫ সাল থেকে (অর্থাৎ ১ম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষা) কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন শুরু হবে এবং কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন কেন্দ্র ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মেডিক্যাল কলেজ (সরকারি/ বেসরকারি) নির্বিশেষে উত্তরপত্রগুলির জন্য একটি একক কোডিং সিস্টেম (প্রতিটি উত্তরপত্রের জন্য একটি ইউনিক কোড) থাকবে এবং উত্তরপত্রের শীর্ষ পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীর বিবরণ মুছে ফেলা হবে এবং এই ইউনিক কোড নম্বর শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর পরিচয় বা নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে কিছুই জানবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পরীক্ষার মূল্যায়ন বিষয়েও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে থিয়োরি পরীক্ষার উত্তরপত্র শুধুমাত্র যোগ্য অভ্যন্তরীণ পরীক্ষক দ্বারা মূল্যায়ণ করা হবে। ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষা (প্র্যাক্টিক্যাল/ভাইভা) অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় পরীক্ষকের উপস্থিতিতে পরিচালিত হবে। ত্রিপুরা সরকারের মেডিক্যাল শিক্ষা পরিচালনা দপ্তর, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের মূল্যায়ণ প্রক্রিয়া জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) দ্বারা নির্ধারিত ৩৬০ ডিগ্রি মূল্যায়ণ (ক্লিনিকাল দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা, যোগাযোগের ক্ষমতা এবং পেশাদারিত্বের স্তর, একাধিক উৎস থেকে প্রতিক্রিয়া সমন্বয় করা) দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) মেডিক্যাল এথিক্স রেগুলেশনস, ২০০২ (৮ অক্টোবর, ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত) এর অধ্যায় ৮-এ চিকিৎসা পেশাজীবীদের অপরাধ ও পেশাদারী অসদাচরণের জন্য শাস্তি ও শৃঙ্খলা পদক্ষেপের বিষয়ে উল্লেখ করেছে, যদি তারা দোষী সাব্যস্ত হয়।

# মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

নকল ওষুধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।”

তিনি আরও জানতে চান, সরকার কি রাজ্যের ৮টি জেলা ও ২৩টি মহকুমায় ওষুধ পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করছে এবং ওষুধ পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে।উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা বিধানসভায় আশ্বস্ত করে জানান যে, সরকার বিষয়টি নিবিড় পর্য্যবেক্ষণে রেখেছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৪০ জন পরিদর্শক নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন, যাদের মধ্যে ১৮ জন সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত এবং ৬ জন পদোন্নতি পেয়েছেন। তবে, ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে একজন কর্মকর্তার অবসরের ফলে একটি পদ শূন্য রয়েছে।জাল ওষুধ সংক্রান্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাহা বর্ধমান ফার্মা মামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “সমস্ত বিধায়কেরা বর্ধমান ফার্মা মামলার বিষয়ে অবগত আছেন। এই মামলার তদন্ত চলমান রয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ আদালতে ড্রাগ ইন্সপেক্টর কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মামলাটি দায়ের করেছেন, যার মামলা নম্বর ডিসি-০১/২০। এই মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ২১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী শুনানি ৫ মে ২০২৫ তারিখে নির্ধারিত রয়েছে।”

# সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

দল গঠন করা হয়েছে। এই স্বসহায়ক দলের সাথে ৪,৭৫,৫৮২ জন গ্রামীণ মহিলা যুক্ত রয়েছেন। এখন পর্যন্ত তাদের ৭৪০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১,৫৩৯ কোটি টাকা ব্যঙ্ক ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৯৪ হাজার ৭২৩ জন মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন। আরও ৯৩, ৪২৫ জন মহিলাকে লাখপতি দিদি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৬৫ জন স্বসহায়ক দলের মহিলাদের কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও জানান, সারা রাজ্যে ১০টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল স্থাপনের জন্য ১১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভাকর্তৃক গৃহীত হয়।

# নেশা সামগ্রীর চোরাচালান বন্ধে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল: নেশা সামগ্রীর চোরাচালান বন্ধে রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত নজরদারি চালাচ্ছে। আগামীদিনে নজরদারি আরও বাড়বে। নেশা সামগ্রীর ব্যবহার এবং চোরাচালান বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রতিনিয়তই বৈঠক হচ্ছে। আজ বিধানসভায় রেফারেন্স পিরিয়ডে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের এক নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান।

মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, গত ৩টি অর্থবছরে রাজ্যে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৫৮ কেজি গাঁজা, ৫ লক্ষ ৮২ হাজার ১০০টি কফ সিরাপের বোতল, ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৯১টি নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ৩ বছরে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫২টি মামলা হয়েছে এবং ৭০ জন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সভায় জানান, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির অধীনে টার্গেটেড ইন্টারভেনশন এন.জি.ও-গুলির মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ৮০০ জন ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শিরাপথে মাদক গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা এইডস নিয়ন্ত্রণ সমিতি ২২০টি স্কুলের সমস্ত অধ্যক্ষ। প্রধান শিক্ষক/ প্রধান শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণে এইচ.আই.ভি. / এইডসের উপর জেলা পর্য্যায়ের সংবেদনশীলতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে।

এইচ.আই.ভি./এইডস সম্পর্কে সচেতনতার জন্য গত বছর আগস্ট থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৬৬৩টি গ্রাম, ৪০ ১টি স্কুল, ৩৬টি কলেজ এবং ১৪০টি জায়গায় প্রচার অভিযান করা হয়েছে। এবছর জানুয়ারি মাসে জনসচেতনতা তৈরির জন্য ২১টি এল.ই.ডি. স্ক্রিনের মাধ্যমে এইচ.আই.ভি./ এইডস এবং ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক নেওয়ার কুফল বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। ধলাই এবং দক্ষিণ জেলায় ৩টি নতুন স্যাটেলাইট ওপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থ্যারাপি কেন্দ্র কার্য্যকর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পশ্চিম জেলায় ১৮৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র।শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ওপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থ্যারাপি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এজন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ৭টি স্ট্যান্ড এলোন ওপিওড সাবস্টিটিউশন থ্যারাপি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ১৯টি স্যাটেলাইট ওপিওড স্যাটেলাইট সাবস্টিটিউশন কেন্দ্র রাজ্যে কার্য্যকর রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারীদের মূল ধারায় আনতে বিকল্প থ্যারাপি প্রদান করে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ৫ হাজার ৫২০ জন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী ওপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থ্যারাপি কেন্দ্র থেকে পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে ৬১২ জন চিকিৎসা শেষ করেছেন এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের মূল ধারায় ফিরে এসেছেন।

# রিলায়েন্স গ্রুপ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে: মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল।।** উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ীক প্রধান আওয়াধেশ সিংয়ের নেতৃত্বে একটি রিলায়েন্সের প্রতিনিধিদল গত ২২ মার্চ আগরতলা সফর করে রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। বৈঠকে ত্রিপুরায় রিলায়েন্সের বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। আজ বিধানসভায় রেফারেন্স পিরিয়ডে বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়ের জনস্বার্থে আনা এক নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই সংবাদ জানান।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রিলায়েন্স গ্রুপ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ব্যবহার করে রাজ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এমন কিছু মূলক্ষেত্রগুলি বৈঠকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, বাঁশ, রাবার, কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্য, ঔষধি গাছপালা ইত্যাদি। বৈঠকে এছাড়াও দেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে এবং রাজ্যের বড়সংখ্যক প্রযুক্তিগত দক্ষ কর্মীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ডাটা সেন্টার পলিসি, ২০২১ কাজে লাগিয়ে রিলায়েন্স জিওকে আইটি এবং আইটিইএস”র ক্ষেত্রে সুবিধাজনক শর্তে তাদের পরিষেবা সম্প্রসারণ করার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়াও আগরতলায় একটি বিপিও কল সেন্টার স্থাপন করার জন্য রিলায়েন্স জিওকে বলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ইনোভেশন এবং ইনকিউভেশন পার্ক স্থাপনের জন্য রিলায়েন্স জিওকে তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তিনি জানান, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ যেহেতু বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শক্তি উৎপাদন কোম্পানি তাই রাজ্যে প্রায় ৫৬০ এমএমটি হাইড্রো কার্বন সম্পদ অনুসন্ধান এবং উৎপাদনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও ত্রিপুরায় একটি ইউরিয়া সার উৎপাদন ইউনিট স্থাপনের জন্য রিলায়েন্সকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রিলায়েন্স প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এছাড়াও বাঁশ সম্পদ থেকে এথানল উৎপাদন, ইকো ট্যুরিজম এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, রাবার কাঠ প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি এবং উদ্যানজাত পণ্য, হস্ততাঁত ও হস্তকারু ইত্যাদি ক্ষেত্রে রিলায়েন্সকে বিনিয়োগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে, এই বিনিয়োগের সুযোগগুলি বাস্তবায়নের জন্য রিলায়েন্স গ্রুপের উপযুক্ত কর্মকর্তা প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসবে।

# মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এলাকাগুলিতে (আনফেন্সড এরিয়াস) নিয়মিতভাবে জয়েন্ট পেট্রোলিং করা হয়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত দালালদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়ে থাকে এবং এরপরে আইনের সুনির্দিষ্ট ধারায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী জানান, মানব পাচার রোধের উদ্দেশ্যে অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহযোগিতায় জেলাভিত্তিক এন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারী রেলওয়ে পুলিশ থানাগুলি রেল স্টেশনগুলিতে এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে নিয়মিতভাবে নজর রাখে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট রেলস্টেশন সংলগ্ন যানবাহনগুলিতে নিয়মিতভাবে চেকিং, রেলট্র্যাক সংলগ্ন পার্শবর্তী জনবসতিতে চেকিং চালানো হয়। এর পাশাপাশি অন্তর্বর্তী এলাকাগুলিতে মানব পাচারের বিরুদ্ধে জনজাগরণের উদ্দেশ্যে রাজ্য পুলিশ ”প্রয়াস” মিটিং নিয়মিতভাবে সংগঠিত করে থাকে।

# আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

করেন। তার চিৎকার শুনে আশেপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। পরে পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে তার স্ত্রী ও কন্যা, কান্নায় ভেঙে পড়েন। স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাঁপানিয়া হাসপাতালের মর্গে

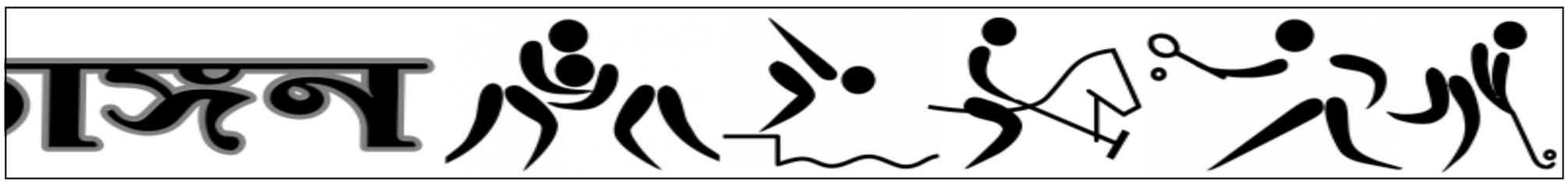

# এক রানে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে ব্লাডমাউথ, নকআউট ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবার সেই রোমহর্ষক ম্যাচ। শ্বাসরুদ্ধকর জয়। এক রানের ব্যবধানে। ব্লাড মাউথ সেমিফাইনালে। এক রানের জন্য হেরে টুর্নামেন্ট থেকে এবারের মতো বিদায় স্ফুলিঙ্গের। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাডমাউথ রোমাঞ্চকর ভাবে এক রানে জয়ী হয়ে স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটায় খেলা শুরুতে টস জিতে স্ফুলিঙ্গ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। আমন্ত্রণ জানায় ব্লাডমাউথকে ব্যাটিংয়ের জন্য। নির্ধারিত ৫০ ওভার খেলা সম্ভব হয়নি। ৪৬.৫ ওভার খেলে ২০০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রীমন সাহার ৩৪ রান এবং উদিয়ান বোসের ৩৪ রান উল্লেখ করার মতো। তবে অন্যদের বিশেষ করে অমিত আলীর ৩৩ রান অধিনায়ক মনিশঙ্কর মুড়া সিং-এর ২৩ রান, ওপেনার বিক্রম কুমার দাসের ২২ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে স্ফুলিঙ্গের রাহুল সিং ৪৮ রানে তিনটি এবং ভৈবব পাল ও বিজয় রায় দুটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নামলে স্ফুলিঙ্গের ব্যাটার্সরা দুর্দান্তভাবে জয়ের লক্ষ্যে ধাবিত হলেও একেবারে তীরে এসে তরী ডুবল। অন্তিম ওভারে ৪ বল বাকি থাকতে ১৯৯ রানের মাথায় অন্তিম উইকেটের পতন ঘটে গেলে ফলাফল ব্লাডমাউথের পক্ষে চলে যায়। অধিনায়ক উইকেট রক্ষক নিরুপম সেনের অনবদ্য ব্যাটিং এবং সংগৃহীত ৭৩ রানের ইনিংস শেষ পর্যন্ত বিফলে গেল। নিরুপম ১০৫ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৩ রান সংগ্রহ করেছিল। তবে অমিত আলী, নিরুপমকে রান আউটে ব্যর্থ হলে হয়তো স্ফুলিঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতো। এছাড়া, পল্লব দাসের ৩৪ রান, জয় কিষান সাহার ২১ রান স্ফুলিঙ্গকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছালেও সাফল্য এনে দিতে পারেনি। ব্লাড মাউথের বোলার অমিত আলী ৪২ রানে এবং সন্দীপ সরকার ৪৩ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া দীপ্তনু চক্রবর্তী, শাহরুখ হোসেন ও মনি শংকর মুড়া সিং পেয়েছে একটি করে উইকেট। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অমিত আলী পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

# আবার বিতর্ক আইপিএলে, ঘরের মাঠ হায়দরাবাদ ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিল সানরাইজার্স

আইপিএলের শুরু থেকে হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে খেলছে সানরাইজার্স। সেই স্টেডিয়াম ছেড়ে অন্য মাঠে চলে যাওয়ার হুমকি দিল তারা। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার (এইচসিএ) সঙ্গে ঝামেলার জেরে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা। এ বিষয়ে এইচসিএ কোষাধ্যক্ষ শ্রীনিবাস রাও এবং সভাপতি জগন মোহন রাওকে কড়া ই-মেল পাঠিয়েছেন সানরাইজার্সের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনাথ টিবি।চন্ডনন্ত্বন্ত্রত্রদ্র

বিনামূল্যে টিকিট দেওয়া নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত। গত বৃহস্পতিবার লখনউয়ের সঙ্গে হায়দরাবাদের ম্যাচে উপ্পল স্টেডিয়ামের একটি বক্স খুলতে রাজি হননি এইচসিএ প্রতিনিধিরা। তাঁরা দাবি করেন, যত ক্ষণ না বিনামূল্যে ২০টি টিকিট দেওয়া হচ্ছে তত ক্ষণ বক্স খোলা হবে না। সানরাইজার্স চিঠিতে জানিয়েছে, এইচসিএ সভাপতির নেতৃত্বে এই অপেশাদার হুমকি এবং কাজকর্ম এটাই প্রমাণ করছে যে, সানরাইজার্স আর উপ্পলে খেলুক এটা তারা চায় না। শ্রীনাথ লিখেছেন, "যদি এটাই আপনাদের ইচ্ছা হয় তা হলে লিখিত আকারে আমাদের জানান। তা হলে বিসিসিআই, তেলঙ্গানা সরকার এবং আমাদের দলকে জানিয়ে দেব, যাতে অন্য স্টেডিয়ামে সরে যাওয়ার ব্যবস্থা শুরু করা যায়।"

তাঁর অভিযোগ, গত ১২ বছর ধরে এইচসিএ-র সঙ্গে কাজ করছে সানরাইজার্স। গত বছর থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। শ্রীনাথ লিখেছেন, "আমরা স্টেডিয়ামের সঠিক ভাড়া দিই। আইপিএলের সময় স্টেডিয়াম আমাদের অধীনে থাকে। তবু আগের ম্যাচে আপনারা এফ৩ বক্স বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ২০টা টিকিট বিনামূল্যে না দেওয়া হলে বক্স খোলা হবে না, এমন হুমকি দিয়েছিলেন। এই অপেশাদার আচরণ মেনে নেওয়া যায় না।"

সানরাইজার্সের আরও অভিযোগ, এই প্রথম নয়। গত দু'বছর ধরেই এইচসিএ-র কর্মীরা বিভিন্ন ভাবে সানরাইজার্সের কর্মীদের উত্ত্যক্ত করছেন। এইচসিএ সভাপতিও তাতে যুক্ত। সানরাইজার্সের দাবি, টিকিট বন্টন নিয়ে এইচসিএ-র সঙ্গে তাদের যে লিখিত চুক্তি হয়েছে সেটা মেনে চলা হোক।

# বছরশেষে গোটা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে সাদা বলের সিরিজ খেলবে ভারত, কোথায় কোথায় যাবেন রোহিতেরা?

গত বছর টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিল ভারত। এই বছর তারা যাবে সাদা বলের সিরিজ খেলতে। ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু সেই সিরিজ। এক দিনের সিরিজে তিনটি ম্যাচ হবে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে হবে পাঁচটি ম্যাচ। রবিবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া সাদা বলের সিরিজের সূচি ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

১৯ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর। মোট আটটি ম্যাচ খেলবে তারা। তার আগে অগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেও সাদা বলের সিরিজ খেলবে তারা। আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেটা মাথায় রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজের উপর বেশি জোর দিচ্ছে তারা। যে কারণে নিউ জিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাবে অস্ট্রেলিয়া।

২০২৫-২৬ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া দেশের সব প্রান্তে খেলবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে বলা হয়েছে, "২০২৫-২৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার আটটি প্রদেশেই ছেলেদের দল খেলতে যাবে। ক্যানবেরা এবং হোবার্টে ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে অস্ট্রেলিয়া।"

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সূচি

এক দিনের সিরিজ:- ১৯ অক্টোবর (পার্থ), ২৩ অক্টোবর (অ্যাডিলেড) এবং ২৫ অক্টোবর (সিডনি)

টি-টোয়েন্টি সিরিজ:- ২৯ অক্টোবর (ক্যানবেরা), ৩১ অক্টোবর (মেলবোর্ন), ২ নভেম্বর (হোবার্ট), ৬ নভেম্বর (গোল্ড কোস্ট) এবং ৮ নভেম্বর (ব্রিসবেন)

# আইপিএলের মাঝে ক্ষমা চাইলেন হরভজন, 'ভুল করেছিলাম, আমি তো মানুষ, ঈশ্বর নই'

ক্ষমা চাইলেন হরভজন সিংহ। আইপিএলের মাঝে সমাজমাধ্যমে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার। তিনি জানিয়েছেন, মানুষ বলেই ভুল হয়েছে তাঁর। কয়েক দিন আগে রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেটার জফ্রা আর্চারকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছিলেন হরভজন। সেই ঘটনায় হরভজনের সমালোচনা হচ্ছিল। তবে সেই ঘটনায় নয়, ১৭ বছর আগে আইপিএলের একটি ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ভাজ্জি।চন্ডনন্ত্বন্ত্রত্রদ্র

২০০৮ সালে আইপিএলের প্রথম মরসুমে হরভজন ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ক্রিকেটার। পঞ্জাব কিংসে খেলতেন এস শ্রীসন্থ। দুই দলের ম্যাচের পর মাঠেই শ্রীসন্থকে চড় মেরেছিলেন হরভজন। শ্রীসন্থ মাঠেই কেঁদে ফেলেন। এই ঘটনার জন্য হরভজনকে আইপিএল থেকে নির্বাসিতও করা হয়েছিল। এর আগেও অনেক বার শ্রীসন্থের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন হরভজন। আরও এক বার চাইলেন তিনি। সমাজমাধ্যমে এখনও শ্রীসন্থের সেই কান্নার ছবি ঘুরে বেড়ায়। তেমনই একটি পোস্টের জবাবে হরভজন লেখেন, "আমি ঠিক কাজ করিনি। ভুল করেছিলাম। আমার ওই কাজ করা উচিত ছিল না। কিন্তু আমি তো মানুষ। ঈশ্বর নই।" এই ঘটনা নিয়ে হরভজনের মতো শ্রীসন্থও অনেক বার মুখ খুলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, হরভজনকে তিনি দাদার মতো দেখতেন। তাই তাঁর কাছে চড় খেয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। শারীরিক যন্ত্রণার থেকেও মানসিক কষ্ট বেশি পেয়েছিলেন তিনি। অবশ্য পরে হরভজন তাঁর সঙ্গে কথা বলে ভুল স্বীকার করেছিলেন। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আবার আগের মতোই হয়ে গিয়েছে। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচ চলাকালীন আর্চারকে কালো ট্যাক্সির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন হরভজন। এই ঘটনা নিয়েও শুরু হয়েছিল বিতর্ক। হরভজনের শাস্তির দাবি করেছিলেন অনেকে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনায় কোনও মন্তব্য করেনি। হরভজনও তা নিয়ে মুখ খোলেননি।

# আইপিএলে ধোনিদের হারিয়েও ধাক্কা রাজস্থান শিবিরে, শাস্তি পেলেন অধিনায়ক পরাগ

অধিনায়ক হিসাবে মরসুমের শুরুটা ভাল হয়নি রিয়ান পরাগের। প্রথম দুই ম্যাচে হারতে হয়েছে রাজস্থান রয়্যালসকে। তৃতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরেছে রাজস্থান। চেন্নাই সুপার কিংসকে হারানোর আনন্দের মাঝেই অবশ্য ধাক্কা খেয়েছে রাজস্থান। শাস্তি পেতে হয়েছে অধিনায়ক পরাগকে। মন্থর বোলিংয়ের জন্য শাস্তি হয়েছে পরাগের। তাঁকে ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলের 'কোড অফ কনডাক্ট'-এর ২.২২ নম্বর ধারায় দোষী প্রমাণিত করা হয়েছে পরাগকে। সেই কারণে শাস্তি পেয়েছেন তিনি। এই প্রথম বার রাজস্থানকে জরিমানা করা হল।

এ বার অবশ্য মন্থর বোলিংয়ের জন্য নির্বাসনের ধাক্কা খেতে হবে না কোনও অধিনায়ককে। গত বারের দোষে এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য।

তার পরেই নিয়ম বদলেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগে তিনটি ম্যাচে মন্থর বোলিংয়ের শাস্তি পেলে এক ম্যাচ নির্বাসিত হতেন অধিনায়ক। এ বার থেকে ডিমেরিট পয়েন্ট পাবেন তিনি।

হার্দিক অবশ্য এই মরসুমেও শাস্তি পেয়েছেন।

দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সের কাছে ৩৬ রানে হেরেছে মুম্বই। সেই ম্যাচে মুম্বইয়ের অধিনায়কত্বে ফিরেছেন হার্দিক। প্রথম ম্যাচেই মন্থর বোলিংয়ের জন্য জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে। সোমবার ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে মুম্বই।

প্রথম দুই ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হারের পর তৃতীয় ম্যাচে চেন্নাইকে হারিয়েছে রাজস্থান। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮২ রান করে রাজস্থান। নীতীশ রানা ৩৬ বলে ৮১ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রানে শেষ হয় চেন্নাইয়ের ইনিংস। ৬ রানে ম্যাচ জেতে রাজস্থান।

## ধোনির দলে সতীর্থকে দোষারোপ! জোড়া হারের পর ব্যর্থ ক্রিকেটারকে নিশানা অধিনায়ক রুতুরাজের

প্রথম ম্যাচ জেতার পর আইপিএলে দু'ম্যাচ হেরেছে চেন্নাই সুপার কিংস। রবিবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছে হেরেছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। এই হারের পর দলের এক ক্রিকেটারকে নিশানা করেছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সরাসরি নাম না করলেও ব্যর্থতার দায় তাঁর দিকেই দিয়েছেন চেন্নাইয়ের অধিনায়ক।

ম্যাচ শেষে রুতুরাজ জানিয়েছেন, ওপেনিং তাঁদের সমস্যায় ফেলেছে। গত কয়েক বছর রুতুরাজ ওপেন করতেন। এ বার তিন নম্বরে খেলছেন তিনি। ওপেনার হিসাবে খেলানো হচ্ছে রাহুল ত্রিপাঠীকে। কিন্তু তিনটি ম্যাচেই রান পাননি ত্রিপাঠী। রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৩০ রান করলেও প্রথম দু'টি ম্যাচে ২ ও ৫ রান করেছেন এই ডানহাতি ব্যাটার। রুতুরাজের মুখে সেই কথাই শোনা গিয়েছে।

চেন্নাইয়ের অধিনায়ক বলেন, "গত কয়েক বছরে তিন নম্বরে অজিঙ্ক রাহানে খেলত। মিডল অর্ডার সামলে রাখত অম্বাতি রায়ডু। তাই আমরা ভেবেছিলাম, এই মরসুম থেকে আমি মিডল অর্ডারে খেলব। কারণ, যে রকম পরিস্থিতি থাকবে সেই অনুযায়ী খেলতে হবে। ওপেন করতে নেমে ত্রিপাঠী দ্রুত রান করবে।"

সেই পরিকল্পনা খাটেনি বলেই জানিয়েছেন রুতুরাজ। তিনি বলেন, "সে যাই হোক, প্রতিটা ম্যাচেই আমাকে শুরুর কয়েক ওভারেই নামতে হচ্ছে। আমরা নিলামের সময় ঠিক করে নিয়েছিলাম, আমার ভূমিকা হবে ইনিংস ধরে খেলা। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। ওপেনিং জুটি রান তুলতে না পারায় বড় রান করতে সমস্যা হচ্ছে।"

রুতুরাজের কথা থেকে স্পষ্ট, ত্রিপাঠী ভাল খেলতে না পারায় সমস্যায় পড়েছে দল। অপর ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র রাজস্থানের বিরুদ্ধে শূন্য রানে আউট হলেও আগের দুই ম্যাচে রান করেছেন। তিনি চেন্নাইয়ের পুরনো ক্রিকেটার। ফলে অধিনায়কের ইঙ্গিত নবাগতের দিকেই। এখন দেখার, পরের ম্যাচে চেন্নাই জয়ে ফিরতে পারে কি না।

## কলকাতাকে হারিয়ে রেকর্ড গড়ল মুম্বই, ভাঙল কেকেআরেরই নজির

এ বারের আইপিএলে প্রথম জয় পেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তারা ৪৩ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে হারাল। যে ম্যাচ জেতার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ড গড়ল মুম্বই। ভেঙে দিল কলকাতারই রেকর্ড। সোমবারের ম্যাচটি ছিল ওয়াংখেড়েতে। যে মাঠে মুম্বই ৫৩তম ম্যাচ জিতল। আইপিএলের কোনও দলের একটি মাঠে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ড এটি। ভেঙে গেল কেকেআরের রেকর্ড। একটি মাঠে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ডটি ছিল কলকাতার। ইডেনে ৫২টি ম্যাচ জিতেছে তারা। যে রেকর্ড ভেঙে গেল সোমবার। এ বারের আইপিএল শেষে এই রেকর্ড আবার ভেঙে যেতে পারে। কেকেআর এবং মুম্বইয়ের ঘরের মাঠে ছ'টি করে খেলা বাকি। সেই সঙ্গে চেন্নাই সুপার কিংস চিপকে ৫১টি ম্যাচ জিতেছে। ফলে তাদেরও সুযোগ রয়েছে বাকি দু'জনকে টপকে যাওয়ার। কলকাতার পরের ম্যাচ ইডেনে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধেও ৮ এপ্রিল কলকাতায় খেলবে কেকেআর। মুম্বইয়ের পরের ম্যাচ লখনউয়ের বিরুদ্ধে সেটি ঘরের মাঠে নয়। ফলে মুম্বই ঘরের মাঠে পরের ম্যাচ

# শংকর, সৌরভের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ওপিসি-কে থামিয়ে সেমিফাইনালে কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুরন্ত জয় কসমোপলিটন ক্লাবের। বিজিত ওল্ড প্লে সেন্টার ছিটকে গেলো নকআউট টুর্নামেন্ট থেকে। নয় উইকেটের বিশাল ব্যবধানে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব তপন মেমোরিয়াল নক আউট ক্রিকেটে সেমিফাইনালে খেলবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারের অনেক আগেই তথা ৪৩.২ ওভার খেলে ও পি সি ১৪১ রান সংগ্রহ করে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে নবারুন চক্রবর্তীর সর্বাধিক ৩৭ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কসমোপলিটনের অধিনায়ক শংকর পালের বিধ্বংসী বোলিং ওপিসি-কে বেশিদূর এগুতে দেয়নি। শংকর পাল চব্বিশ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট দখল করে দলকে সহজ টার্গেট এনে দেয়। এছাড়া, সৌরভ কর ১৭ রানে তিনটি এবং চন্দন রায় একটি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাবের প্রারম্ভিক ব্যাটার্সরা বিশেষ করে তন্ময় দাস ৪৮ রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরলে সৌরভ থুব্রিকর ও অংকিত দাদয়াল জুটি দলকে জয় এনে দেয়। সৌরভ ৬১ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ৭৩ রান সংগ্রহ করে। অঙ্কিত অপরাজিত থাকে উনিশ রানে। তবে তন্ময়ের আফসোস থেকে যায় দুই রানের জন্য অর্ধশত করতে না পেরে, লেগ বিফোর উইকেট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে। ওপিসি-র দুর্গম ভার্গব একমাত্র উইকেটটি পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে বিজয়ী দলের শংকর পাল পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

# শিলচরে ২০-তম পূর্বোত্তর পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার অমল ঘোষ আমন্ত্রিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২৬ ও ২৭ এপ্রিল শিলচরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০-তম উত্তর-পূর্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানকার স্পোর্টস এসোসিয়েশন কমপ্লেক্সে দুই দিন ব্যাপি আয়োজিত পূর্বোত্তর এই পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের পাশাপাশি সিকিম থেকেও সব মিলে ১১০ থেকে ১৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিজেদের পারফরম্যান্স প্রদর্শন করবে। ত্রিপুরা দলও এতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে। এদিকে, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় এই জমজমাট আসরে সম্মানীয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য ত্রিপুরার গর্ব তথা আন্তর্জাতিক পাওয়ার লিফটার, গোল্ড মেডালিস্ট অমল কুমার ঘোষ আমন্ত্রণ পেয়েছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য নর্থ ইস্টার্ন পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দীপঙ্কর দত্ত এক চিঠিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শিলচরের বরাক ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত ২০-তম উত্তর-পূর্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপ সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চেয়েছেন।

## *লা লিগায় বড় জয় বার্সেলোনার*

# জোড়া গোল লেয়নডস্কির, টানা ২০ ম্যাচ অপরাজিত ফ্লিকের দল

লা লিগার ম্যাচে ঘরের মাঠে বড় জয় পেল বার্সেলোনা। জিরোনাকে ৪-১ গোলে হারালেন রবার্ট লেয়নডস্কিরা। এই জয়ের ফলে ২৯ ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট হল বার্সেলোনার। হ্যান্সি ফ্লিকের দলই এখন পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সম সংখ্যক ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ৬৩ পয়েন্ট।

ঘরের মাঠে শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল খেলেন বার্সেলোনার ফুটবলারেরা। তবু গোলের মুখ খুলতে পারছিলেন না তাঁরা। ৪৩ মিনিটে জিরোনার লাদিস্লাভের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। এর পর আর ফ্লিকের দলকে আটকানো যায়নি। প্রতিপক্ষের ভুলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও কিছুটা গুটিয়ে ছিল বার্সেলোনা। বিরতির পর ৫৩ মিনিটে আর্নাউত জুমার গোলে সমতা ফেরায় জিরোনা।

গোল খাওয়ার পর যেন সম্বিত ফেরে বার্সেলোনার ফুটবলারদের। ক্রমশ খেলার রাশ নিজেদের পায়ে তুলে নেন তাঁরা।

ম্যাচের ৬১ মিনিট থেকে ৮৬ মিনিটের মধ্যে বার্সেলোনার একের পর এক আক্রমণে বেসামাল হয়ে যায় সফরকারীদের রক্ষণ। এই সময়ই পর পর তিনটি গোল করে জয় নিশ্চিত করে ফ্লিকের দল। ৬১ এবং ৭৭ মিনিটে জোড়া গোল করে বার্সা শিবিরে স্বস্তি ফেরান লেয়নডস্কি। ৮৬ মিনিটে চতুর্থ গোলটি করে দলের জয় নিশ্চিত করেন ফেরান তোরেস।

এই নিয়ে চলতি মরসুমে টানা ২০টি ম্যাচে অপরাজিত রইল বার্সেলোনা। ১৭টি ম্যাচে জয় পেয়েছে তারা। তিনটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। মরসুমে এই নিয়ে ২০টি ম্যাচে বার্সেলোনা চার বা তার থেকে বেশি গোল করল। লা লিগায় ২৮ ম্যাচে ২৫ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন লেয়নডস্কিও।

## আইপিএলের ইতিহাসে মন্থরতম বল?

# মুম্বই বোলারের বলের গতি ধরতেই পারল না প্রযুক্তি

আইপিএলে জোরে বোলিংয়ের উদাহরণ অনেক রয়েছে। তবে মন্থর বোলিংয়ের নজির খুব বেশি নেই। সেই বিরল কাজই করে দেখালেন মুম্বইয়ের বোলার সত্যনারায়ণ রাজু। তাঁর একটি বলের গতি এতটাই কম ছিল যে 'স্পিডোমিটারে' ধরাই পড়েনি সেটা।

ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বই বনাম গুজরাতের ম্যাচে। গুজরাতের ইনিংসের ১৩তম ওভারে জস বাটলারকে বল করছিলেন রাজু। হাতের পিছন দিক থেকে (ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড) বলটি ছাড়তে গিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের গোলমাল হয়ে যায়। বলটি মাঝ পিচেরও অনেক আগে পড়ে।

ড্রপ খেয়ে ভাসমান অবস্থায় এগিয়ে যেতে থাকে বাটলারের দিকে। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করে সেই বলে ব্যাট চালিয়ে চার রান তুলে নেন বাটলার। তবে ইংরেজ ব্যাটার যদি বলটি ছেড়ে দিতেন তা হলে উইকেট পেরোনোর আগেই সেটি আবার পিচে ড্রপ খেত। সে ক্ষেত্রে আম্পায়ারকে 'নো বল' ডাকতে হত। রাজুর সেই ওভারের বাকি বলগুলির গতি দেখানো হলেও, নির্দিষ্ট ওই বলটির গতি স্পিডোমিটারে ধরা পড়েনি। এতেই সমর্থকেরা দাবি তুলেছেন, সেটি আইপিএলের মন্থরতম বল হতে পারে।

শর্ট বলের ক্ষেত্রে অনেক সময় জোরে বোলারেরা হাতের পিছন দিক থেকে বল ছাড়ার চেষ্টা করেন। গতির হেরফের ঘটানোর চেষ্টা করেন। অতীতে ডোয়েন ব্রাভোকে এ ভাবে বল করে ব্যাটারদের বিভ্রান্ত করতে দেখা গিয়েছে। সেটাই করতে গিয়েছিলেন রাজু। তবে সফল হননি।

এ বারই প্রথম আইপিএল খেলছেন রাজু। চেন্নাই ম্যাচে এক ওভার বল করে ১৩ রান দিয়েছিলেন। জায়গা ধরে রাখেন গুজরাত ম্যাচেও। তবে এই ম্যাচে তিন ওভার ৪০ রান দেন।

# আর থাকবে না পতৌদি ট্রফি! কী নামে হবে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ?

উঠে যেতে চলেছে পতৌদি ট্রফি! অন্তত তেমনই খবর। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড ট্রফিটি বাতিল করার কথা ভাবছে। ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক টেস্ট সিরিজের ঐতিহ্যের প্রতীক এই এমএকে পতৌদি ট্রফি। আপাতত যা ইঙ্গিত, আগামী জুনে যে ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। জানা গিয়েছে, আসন্ন টেস্ট সিরিজ থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হতে পারে। ঐতিহ্যবাহী এই ট্রফিটি কেন তুলে দেওয়া হবে, তার সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে দুই দেশের অন্য কোনও কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নামে যদি এই ট্রফির নতুন কোনও নামকরণ হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।দেশের হয়ে ১৯৬১-৭৫ সাল পর্যন্ত ৪৬টি টেস্ট খেলেছেন মনসুর আলি খান পতৌদি। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে পতৌদির পরিবারকেও জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, 'একটা সময়ের পর যেকোনও ট্রফির নাম বদলাতে হয়। এক্ষেত্রেও হয়তো এমনই হতে চলেছে। এটা সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ব্যাপার।' উল্লেখ্য, ২০০৭ ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের টেস্ট অভিষেকের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই ট্রফি প্রথমবার দেওয়া হয়। সে বছর ইংল্যান্ডে গিয়ে পতৌদি ট্রফি জিতেছিল ভারত। মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে ট্রফিটির নামকরণ করা হয়েছিল ট্রফিটির নামকরণ পতৌদির পরিবারের নামে। একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে ইংল্যান্ড ও ভারত — দুই দলের হয়েই ইফতিফার আলি খান পতৌদি তিনবার খেলেছেন। ইফতিখারের ছেলে মনসুর আলি খান পতৌদি। তিনি ভারতীয় দলকে দীর্ঘ সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিজয়ের প্রতীক হিসেবে পতৌদি ট্রফি দেওয়ার রেওয়াজ।

# মেডিক্যাল কলেজে কোন অনৈতিক কার্যকলাপ সহ্য করা হবেনা: মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** মেডিক্যাল কলেজে কোন শিক্ষক বা চিকিৎসকের অনৈতিক কার্য্যকলাপ সহ্য করা হবেনা এবং দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আজ বিধানসভায় ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজে পাশ করিয়ে দেবার নাম করে সম্প্রতি অর্থ আদায় করার ঘটনা সম্পর্কে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা জানান। দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের জবাবে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্র ২০২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্টের কার্য্যালয়ে অধ্যাপক (ডা.) সোমা চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান, শারীরবিদ্যা বিভাগ, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে ১ম পেশাগত এমবিবিএস বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে অনৈতিক কার্য্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ত্রিপুরা সরকারের মেডিক্যাল শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং বিষয়টি অবিলম্বে তদন্ত করে

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ১ম পেশাগত বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া তিনজন এমবিবিএস শিক্ষার্থী, অধ্যাপক (ডা) সোমা চৌধুরীর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। অধ্যাপক (ডা.) সোমা চৌধুরীর এই অনৈতিক কাজ সম্পর্কে ত্রিপুরার একাধিক স্থানীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য এবং অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধ দমন শাখা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করে, যা ১২-০২-২০২৫ তারিখে অপরাধ দমন শাখা পিএস মামলা নম্বর: ২০২৫ টিপিসিবি ০০১ হিসেবে নথিভুক্ত হয়। মামলাটি ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৮ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮ এর ৭/৭এ/১১ ধারায় রুজু করা হয়। এফআইআর-এর তদন্ত চলছে। ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক (ডা.) সোমা চৌধুরীকে ০৭-০২-২০২৫ তারিখে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করে এবং তার বিরুদ্ধে আনিত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা চেয়ে শোকজ নোটিশ জারি করে। শোকজ নোটিশের জবাবে অধ্যাপক চৌধুরী অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং দাবি করেন যে, তিনি কয়েকজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন এবং সুদসহ সেই ঋণ পরিশোধ করেছেন। তিনি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ গ্রহণের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। অধ্যাপক চৌধুরী তার দাবির পক্ষে নথিপত্র দাখিল করেন, যা বর্তমানে পর্য্যালোচনাধীন রয়েছে। পর্য্যালোচনা শেষে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের তদন্তে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা ও সম্ভাব্য সহযোগীদের নাম প্রকাশিত হতে পারে।

ত্রিপুরা সরকারের মেডিক্যাল শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতে, দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার (পরীক্ষা) ০৭-০৩-২০২৫ তারিখে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্র শাখার সম্মেলন কক্ষে ত্রিপুরা সরকারের মেডিক্যাল শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ৯ জন সিনিয়র অধ্যাপক এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি রেজিস্ট্রার (পরীক্ষা) এর উপস্থিতিতে একটি বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে উপস্থিত সদস্যরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর নির্দেশিকা অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয় এমবিবিএস কোর্সের উত্তরপত্রগুলির কেন্দ্রীয় মূল্যায়ন শুরু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ধর্মনগরে এক পরিবারকে উচ্ছেদের চেষ্টায় সালিশি সভা, পুলিশের হস্তক্ষেপে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১ এপ্রিল:** রাজনগর গ্রামে এক দাস সম্প্রদায়ের পরিবারকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে সালিশি সভা বসানো হয়। সোমবার আনন্দবাজার এলাকার বাজার শেডে আয়োজিত এই সভায় স্থানীয় নাথ সম্প্রদায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অমর দেবনাথ, রনধীর দেবনাথ, রাজেন্দ্র দেবনাথ, কান্তি গোপাল দেবনাথসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় অভিযোগ ওঠে যে, রাজনগরের বাসিন্দা সুনীল দাস ও তার ছেলে বিপ্লব দাস নাথ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করছেন। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই দাস পরিবারকে গ্রাম ছাড়ার দাবি তোলে একাংশ।

সালিশি সভার শেষ পর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদল যুবক রাস্তায় নেমে ধর্মনগর-কৈলাসহর সড়ক অবরোধ করে, যার ফলে যান চলাচল ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অবরোধ তুলে দেয়। পরে, দাস পরিবারের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।এদিকে, দাস পরিবারকে গ্রামছাড়া করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংবাদমাধ্যম তাদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করলেও এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে, স্থানীয় কিছু সূত্র জানিয়েছে যে, আনন্দবাজার এলাকার জীবন ত্রিপুরা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের বদলির প্রতিবাদে একসময় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পথ অবরোধ করেছিল, যেখানে দাস পরিবারের একজন ছাত্রী মূল ভূমিকা পালন করেন। এরপর থেকেই তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলে এবং সেই ঘটনার জেরেই ওই ছাত্রী ধর্মনগর থানায় মামলা দায়ের করেন। অনেকের মতে, এই মামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল দাস পরিবারকে গ্রামছাড়া করতে চাইছে।বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা রয়ে গেছে। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন সতর্ক রয়েছে বলে জানা গেছে।

# বিধানসভায় স্বাস্থ্যদপ্তরের নিয়োগ পরিকল্পনা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের সপ্তম দিনে বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্রের ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া বর্তমানে টিপিএসসি-এর আওতাধীন রয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মেডিকেল অফিসার (আয়ুর্বেদ), টিএএস-এর চতুর্থ শ্রেণির ১৩টি পদ পূরণের উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান। পাশাপাশি, টিডিএস-এর মেডিকেল অফিসার (ডেন্টাল) গ্রেড-জ্জঝ-এর ৬টি শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়াও চালু রয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে নার্সিং অফিসারের ৩৩২টি শূন্যপদ পূরণের প্রশাসনিক কার্য্যক্রম চলছে। এছাড়া, আরও ১০০টি নতুন শূন্যপদ সৃষ্টি ও পূরণের জন্য দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মধ্যে এই সমস্ত পদে নিয়োগ সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন ও চিকিৎসা খাতে জনবল সংকট মোকাবিলার আশা করছে সরকার।

# শূন্যপদ পূরণে সরকার যথেষ্ট আন্তরিক: অর্থমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** রাজ্য সরকার বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণে যথেষ্ট আন্তরিক। স্বচ্ছতা বজায় রেখে চাকরি দিতে গেলে কিছু সময় অতিবাহিত হয়। গত বছর এবং এই বছর মিলে ৬ হাজার ৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ১২ হাজার ৩৩৮টি পদ পূরণের জন্য অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে খুব সহসাই এই পদগুলি পূরণ করা হবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের আনা একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত অবসরে যাওয়ার ফলে শূন্যপদ সৃষ্টি হয়েছে ৩১ হাজার ৫৬টি। এরমধ্যে ৬ হাজার ৭৭৯টি গ্রুপ-ডি পদ বাদ দিলে বাকিগুলি গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি এবং গ্রুপ-সি"র শূন্যপদ। অর্থমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৭ হাজার ৫৫৪টি পদ পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। এরমধ্যে ডাই-ইন-হারনেস স্কিম এবং ক্যাডার

সার্ভিসও রয়েছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ডাই-ইন-হারনেস স্কিমে চাকরি দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৫৪০ জনকে। অর্থমন্ত্রী জানান, অর্থ দপ্তর থেকে অনুমোদন দেওয়া যেসব পদ পূরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ২০০ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ডিগ্রি)। এই পদগুলি টি.পি.এস.সি.-র মাধ্যমে পূরণ করা হবে। ইতিমধ্যেই ইন্টারভিউর রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২০০ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ডিপ্লোমা) পদ টি.পি.এস.সি.-র মাধ্যমে পূরণ করা হবে। যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২২৪ জন মেডিক্যাল অফিসারের পদ পূরণের জন্য টি.পি.এস.সি.-র লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেছে। ১৩৬ জন এগ্রি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। ১৬ জন সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার এবং ১৭২ জন স্পেশালিস্ট ডাক্তার নিয়োগের জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসরের ৪০০টি পদ পূরণের জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে। তাছাড়া ২১৮টি সাব-ইন্সপেক্টর, ৪৩৩টি এগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট, ১২৫টি আমিন পদ, ২৮টি ফরেস্ট রেঞ্জার পদের জন্য অর্থ দপ্তর অনুমোদন দিয়েছে।

# ভারতের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ পেলেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংবাদিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও হেডলাইনস ত্রিপুরার সম্পাদক প্রণব সরকার ভারতের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছেন। তিনি এই সম্মান অর্জন করা ত্রিপুরার প্রথম সাংবাদিক।আজ তাকে ভারতের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্যপদ প্রদান করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোসাইটির পক্ষ থেকে শ্রী সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।প্রণব সরকার এর আগে টাইমস অব ইন্ডিয়া সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং বর্তমানে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সম্পাদক পদে রয়েছেন। এই গৌরবময় অর্জনে সাংবাদিক মহলে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

# প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল :** বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী মঙ্গলবার গভীর শ্রদ্ধায় পালিত হয়েছে। এদিন, দিলীপ সরকারের বাসভবন, চারিপাড়ায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবা পরিচালিত হয়।অনুষ্ঠানে দিলীপ সরকারের অগণিত গুণমুগ্ধ তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা দিলীপ সরকারের কনিষ্ঠ ভগিনী মিনারানী সরকার, বিজেপি সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, কর্পোরেটর অলক রায়, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, কর্পোরেটর বাপি দাস, মন্ডল সভাপতি মণীশ দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজনরা এবং সকলেই প্রয়াত বিধায়কের রাজনৈতিক আদর্শ ও মানবিক গুণাবলী স্মরণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকারের জীবন ও আদর্শ আজও এলাকায় মানুষদের পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে, এ কথা উল্লেখ করে সকলেই তাঁর আত্মত্যাগ ও জনসেবা কর্মসূচি অনুসরণ করার অঙ্গীকার করেন।

# ৫ এপ্রিল থেকে ৩ দিনব্যাপী কারু কলা উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৫ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত আগরতলা লিচুবাগানস্থিত সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রথমবারের মতো ৩ দিনব্যাপী বিপুল চারু ও কারু কলা উৎসব, ২০২৫ (বিপুলকান্তি সাহা স্টেট আর্ট এন্ড ক্রাফট ফেস্টিভল) অনুষ্ঠিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ৫ই এপ্রিল বিকাল ৪টায় এই অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন।এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পীদল, ললিতকলা অ্যাকাডেমি আগরতলা সেন্টারের শিল্পীগণ, সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃশ্যকলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিল্প কর্ম নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। উৎসবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং শিল্পকলা প্রদর্শনী। এছাড়াও উৎসবকে কেন্দ্র করে ৬ এপ্রিল দুপুর ৩টা থেকে ছোটদের জন্য ৩টি বিভাগে (০-৬, ৬-৯, ৯-১২) বসেআঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

# বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে ১৩০ ভোটার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** এডিসি নির্বাচনের পূর্বেই পাহাড় দখলের লড়াইয়ের দৌড়ে এগিয়ে বিজেপি। টাকারজলা বিজেপি মন্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম টাকারজলা শুভ চন্দ্রপাড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি দলের এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়।এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, সিপাহীজলা জেলা উত্তরের বিজেপি সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের এই যোগদান সভায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক জনজাতিদের উন্নয়ন মূলক কাজকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তিপা মথা দল ত্যাগ করে ৪৪ পরিবারের ১৩০ ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন।এদিনের এই যোগদান সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা ভারতীয় জনতা পার্টি দলের দলীয় পতাকা দিয়ে দলের থেকে দলে বরণ করে নেন। মন্ডল সভাপতি জানান যখনই টিটিএটিসি নির্বাচন হবে পাহাড় দখল করবেন বিজেপি। কেননা জনজাতিরা বুঝে গেছেন তাদের বোকা বানিয়ে দীর্ঘ বছর যাবত অনেক রাজনৈতিক দল রাজনীতি করেছেন কিন্তু এখন আর নয়। তারা এখন সব কথা সবকা বিকাশ এই জোয়ারে ভাসতে চায়।

# খোয়াই রাইমা মার্কেট সংলগ্ন গঙ্গা ছড়া পরিচ্ছন্ন পুর পরিষদের উদ্যোগে স্বচ্ছতার নজির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১ এপ্রিল:** খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মার তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের সমস্যার অবসান ঘটলপরিচ্ছন্ন করা হলো রাইমা মার্কেট লাগোয়া গঙ্গা ছড়া। দীর্ঘ সময় ধরে মাছ-মাংস বিক্রেতাদের অসচেতনতার ফলে এই ছড়াটি নোংরা ও দুর্গন্ধময় অবস্থায় ছিল। ব্যবসায়ীদের একাধিকবার সচেতন করার চেষ্টা করা হলেও, বাজারের আবর্জনা সরাসরি ছড়ার জলে ফেলা হত, যা আশপাশের এলাকায় ব্যাপক দূষণের সৃষ্টি করেছিল। আজও ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক করেন চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা। তিনি অনুরোধ করেন, যেন ছড়ার জলে আবর্জনা ফেলে বাজার এলাকাকে আর দূষিত না করা হয়। পুর পরিষদের পক্ষ থেকে বাজারে ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়েছে, এবং ব্যবসায়ীদের সেই নির্ধারিত স্থানে আবর্জনা ফেলতে বলা হয়েছে।

খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা জানান, দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য খোয়াই পুর পরিষদ বাজারের সৌন্দর্য্য রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নিয়মিত কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া, বাজার ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতা এবং এলাকার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ।

রাইমা মার্কেটের সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোহিনুর মার্কেট এবং গুরুত্বপূর্ণ জনসমাগমস্থল। দীর্ঘদিন ধরে দূষণ ও দুর্গন্ধের কারণে ভোগান্তির শিকার ছিলেন সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা।

তাই খোয়াইবাসীর দাবি, শৈব সুনীতি স্কুলের সামনে সিসিটিভি লাগানো হোক, যাতে বাজারের পরিচ্ছন্নতা তদারকি করা যায় এবং কেউ নোংরা ফেললে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। খোয়াই পুর পরিষদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে সকল অংশের মানুষ সহ বাজার ব্যবসায়ীরা। তবে এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে ব্যবসায়ীদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে, এমনটাই প্রত্যাশা খোয়াইবাসীর।

# মাছ চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে: মৎস্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** মাছ চাষের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনার অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মৎস্য সম্পদা যোজনা এবং এনইসি প্রকল্প রাজ্যের মাছ চাষের উন্নয়নকে পরিপূর্ণতা প্রদান করছে। আজ বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার আনিত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় একথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

বেসরকারি প্রস্তাবটি হল "ত্রিপুরা রাজ্যকে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে আরও কার্য্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে এই সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"। বেসরকারি প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আলোচনা করতে গিয়ে বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার সহায়ক মূল্যে মাছের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# স্বসহায়ক দলের ৯৪,৭২৩ জন মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** রাজ্য সরকার "ত্রিপুরা স্টেট পলিসি ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন" প্রণয়ন করে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী আনিত বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়। বেসরকারি প্রস্তাবটি হল "ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য আরও কার্য্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এই সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে"। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আলোচনায় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী মহিলাদের স্বশক্তিকরণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য রাজ্যসরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সরকারি বিভিন্ন বাজার স্টল এবং শপিং কমপ্লেক্সে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ স্টল বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। এর ফলে মহিলারা আরও বেশি করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন। সারা রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৮৭ জন মহিলা এবং মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষা পেনশান প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে ৪৫ জন নির্বাচিত মহিলা ও মেয়েদের ড্রাইভিং এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মাক্রু পুষ্টি উপহার প্রকল্পে ২১,৫৫১ জন মহিলাকে সহায়তা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মাক্রবন্দনা যোজনায় ১,৪২,৭৫৯ জন মহিলাকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ২০,১১৮ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা রয়েছেন।গত দুই অর্থবছরে ২, ১৯৯ জনকে অঙ্গনওয়াড়িতে চাকুরি দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা শহুরী আজীবিকা মিশনে ৫,৮৯৫টি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। তাদের ৯৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে ৫২,৯০২টি স্বসহায়ক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ব্রহ্মকুণ্ড মেলা শুরু ৪ এপ্রিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** সিমনা ব্রহ্মকুণ্ড মেলা শুরু হচ্ছে আগামী ৪ এপ্রিল থেকে।মোহনপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত সিমনা ব্রহ্মকুণ্ড মেলা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ এপিল। তিনদিন ব্যাপী চলবে এই মেলা।

৪ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা হাতে উদ্বোধন করবেন। এইদিন এই মেলাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি মিটিং করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মোহনপুর এসডিএম, টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ সহ সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকেরা।

# উৎকল দিবস অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে: রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ এপ্রিল:** রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ রাজ্যের উড়িয়া সমাজ দ্বারা আয়োজিত উৎকল দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ওড়িশা রাজ্য এর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত।

ওড়িশার ইতিহাস, আধ্যাত্মিকতা এবং শিল্পকর্মের উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ একটি ভূমি। এখানকার ঐতিহাসিক স্থিতিস্তম্ভ, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্প ভাস্কর্য্য অনন্য। রাজ্যপাল রাজ্যে এমন একটি

অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আয়োজকদের প্রশংসা করেন এবং বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য